সামগ্রিক সারসংক্ষেপ

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৯

গড় পেরিয়ে, আয় ছাড়িয়ে, বর্তমানের ওপারে

একবিংশ শতাব্দীতে মানব উন্নয়ন অসমতা

সামগ্রিক সারসংক্ষেপ

একবিংশ শতাব্দীতে মানব উন্নয়ন অসমতা

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বাংলাদেশ

‘মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৯’

এর সারসংক্ষেপ বাংলা অনুবাদের জন্য দায়বদ্ধ নয়।

‘মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৯’ এর সারসংক্ষেপটি
ড. সেলিম জাহান কর্তৃক একটি বাংলা অনুবাদ।

ড. জাহান জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত সদর দপ্তরে
‘মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগ’ -এ
পরিচালক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন।

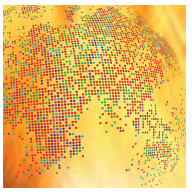

একবিংশ শতাব্দীতে মানব উন্নয়ন অসমতা
সামগ্রিক সারসংক্ষেপ

প্রতিটি দেশেই বিপুলসংখ্যক মানুষের সুন্দর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। এসব জনগোষ্ঠী নৈরাশ্য নিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য ও মর্যাদা রহিত হয়ে সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের চোখের সামনেই তারা দেখতে পায়, কেমন করে অন্যরা আরও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে বহু মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমাকে জয় করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, তার চেয়েও সুযোগ ও সম্পদের অভাবে বিপুলসংখ্যক মানুষের তাদের জীবনের ওপর নিজেদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বহু ক্ষেত্রেই অতি মাত্রায় নারী-পুরুষ ভেদাভেদ, জাতিসত্তা ও মা-বাবার সম্পদ সমাজে একজন মানুষের অবস্থান নির্ণয় করে।

অসমতার চিহ্ন সমাজের চারদিকেই, সেই সঙ্গে অসমতা সম্পর্কে উদ্বেগ রয়েছে, সারা বিশ্বে সব রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষই মনে করে যে, তাদের দেশে অসমতা সংকুচিত করা প্রয়োজন। (চিত্র-০১)

মানব উন্নয়নের অসমতা আরও প্রগাঢ়। দুটি শিশুর কথাই ধরা যাক, যারা ২০০০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল। একজনের জন্ম উচ্চ মানব উন্নয়নসম্পন্ন একটি দেশে, আরেকজনের জন্ম নিম্ন মানব উন্নয়নের একটি দেশে (চিত্র-০২)। আজ বিশ বছর বাদে প্রথম শিশুটির উচ্চতর শিক্ষায় সম্ভাবনা বহুগুণ বেশি। উচ্চ মানব উন্নয়ন দেশগুলোতে ২০ বছরের উর্ধ্বে মানুষের অর্ধেকের বেশি উচ্চশিক্ষায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশগুলোতে ২০০০ সালে জন্ম নেওয়া শিশুদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই ক্ষীণ। ২০০০ সালে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে যারা নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশে জন্মেছে, তাদের ১৭ শতাংশ ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। উচ্চ মানব উন্নয়নসম্পন্ন দেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি হচ্ছে ১ শতাংশ। বেঁচে থাকলেও নিম্ন মানব উন্নয়নসম্পন্ন দেশগুলোর শিশুদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যাওয়ার আশা বড় কম– এসব শিশুর মাত্র ৩ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেতে পারে। তাদের নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরের কিছু বিষয় ও পরিস্থিতি ইতোমধ্যেই তাদের জীবন পথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে পথ ভিন্ন, অসম এবং সম্ভবত অপরিবর্তনীয়। একইভাবে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর অভ্যন্তরেও অসমতা বড়ই প্রকট। কোনো কোনো উন্নত দেশে ৪০ বছর বয়সে আয়ের নিরিখে দেশের শীর্ষতম ১ শতাংশ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশিত গড় আয়, নিম্নতম ১ শতাংশের চেয়ে ১৫ বছর বেশি (পুরুষের ক্ষেত্রে) এবং ১০ বছর বেশি (নারীর ক্ষেত্রে)।

অসমতা অবশ্য সর্বদা একটি অন্যায্য পৃথিবীর প্রতিভূ নয়। কোনো কোনো অসমতা সম্ভবত অবশ্যম্ভাবী। যেমন নতুন প্রযুক্তি থেকে উদ্ভূত অসমতা। কিন্তু যখন এ ক্ষেত্রের অসম ফলাফলের সঙ্গে প্রয়াস, মেধা কিংবা উদ্যোগের ঝুঁকি গ্রহণে পরস্পরকে সম্পৃক্ত করা যায় না, তখনই তা মানুষের ন্যায্যতার বোধকে ক্ষুব্ধ করে এবং মানুষের মর্যাদার অনুভূতিতে আঘাত করে।

মানব উন্নয়নে এ-জাতীয় অসমতা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এ অসমতা সমাজবন্ধনকে দুর্বল করে, সরকার ও প্রতিষ্ঠানের ওপরে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ আস্থা হারায়। বেশির ভাগ অসমতাই অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে কর্মে ও জীবনে মানুষের সম্ভাবনাকে বিকশিত হতে দেয় না। প্রায়শই বিভিন্ন অসমতার কারণে মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পক্ষে দুঃসহ হয়ে পড়ে। একইভাবে কষ্টকর হয়ে পড়ে আমাদের গ্রহের সুরক্ষা। কারণ, অসমতার ফলে যে ক্ষুব্ধ গোষ্ঠী সামনে এগিয়ে গেছে, তারা মূলত তাদের স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে তাদের শক্তি ও প্রভাব ব্যবহার করে। চরম পন্থা হিসেবে মানুষ রাস্তার আন্দোলনে নেমে আসে।

বজায়ক্ষম উন্নয়নের (sustainable development) জন্য ২০৩০ সালের কার্যক্রম অর্জনের লক্ষ্যে অসমতা একটি বড় প্রতিবন্ধক। এসব অসমতা শুধু আয় ও সম্পদের বৈষম্যে উদ্ভূত নয়। সুতরাং একমাত্রিক একটি সংশ্লেষিত (synthesized) পরিমাপ দিয়ে বহুমাত্রিক এ অসমতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে না। অতএব মানব উন্নয়নের অসমতা বুঝতে হলে আয়, গড় ও বর্তমানের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং এ বোধের ক্ষেত্রে পাঁচটি বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র-০৩)।

প্রথমত, যদিও বহু মানুষের উন্নয়নে অর্জনের ন্যূনতম স্তর পেরিয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও ব্যাপ্ত বৈষম্য এখনো বর্তমান। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে মানবসমাজ চরম বঞ্চনা হ্রাস করার ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু বহু অসমতার ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য বহুবিধ বৈষম্য এখনো বিরাজমান– শিক্ষা অর্জন, পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ কিংবা কর্মের নিশ্চয়তার মতো বহু কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে মানুষের চয়নের (choice) স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্য রয়েছে। সত্যি কথা বলতে, চরম বঞ্চনার ক্ষেত্রেও অর্জিত সাফল্য বহু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিদ্যমান অংশ এতই বড় যে, ২০৩০ এর বজায়ক্ষম উন্নয়ন

চিত্র ১

জনসংখ্যার যে অংশ এ অভিমত পোষণ করেন যে আয় আরও সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত, মোট জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত ২০০০ থেকে ২০১০ এর দশকে বেড়েছে

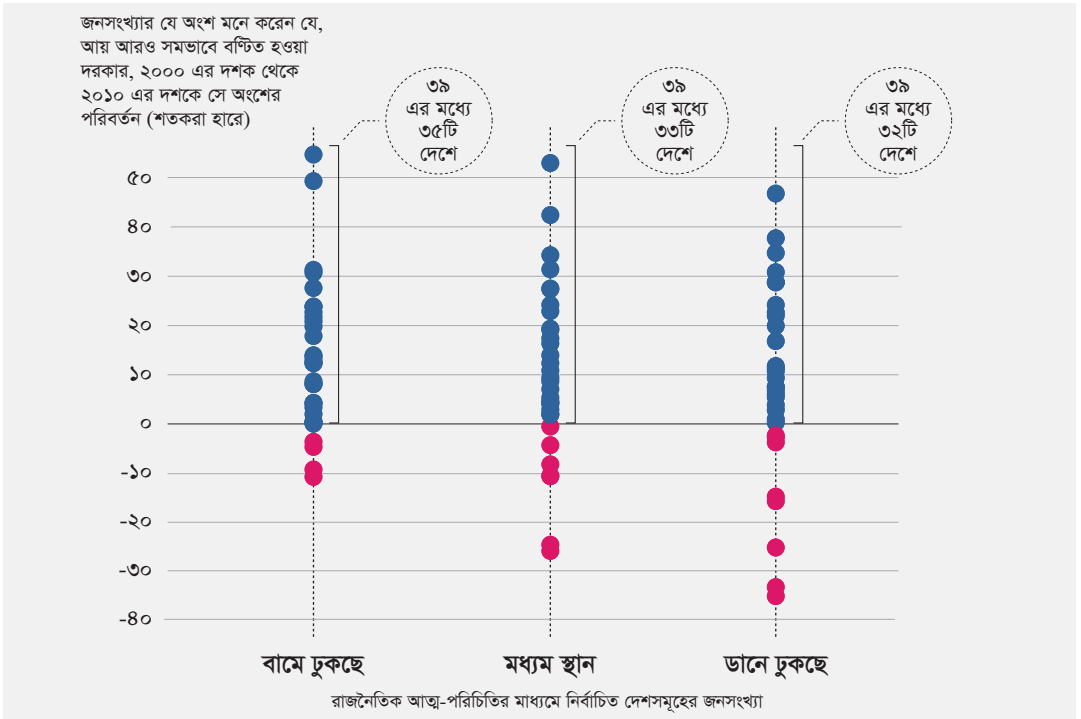

টীকা: প্রতিটি বিন্দু যে ৩৯টি দেশের তুলনামূলক উপাত্ত আছে তার একটিকে প্রতিফলিত করছে, এ নমুনায় যে দেশগুলো রয়েছে, তার সম্মিলিত জনসংখ্যার অনুপাত বিশ্বের জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ, ১ থেকে ৫ পর্যন্ত পরিমাপক ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে ১ মানে আয় আরও সমতাপূর্ণ হওয়া উচিত এবং ৫ মানে আমাদের আরও আয় পার্থক্য প্রয়োজন।

উৎস: ওয়ার্ল্ড ভ্যালু সার্ভে, ওয়েভ ৪, ৫ ও ৬ এর উপাত্ত ভিত্তিতে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিস (এই ডি আর ও) কর্তৃক কথিত

চিত্র ২

ভিন্নতর আয়ের বিভিন্ন দেশে ২০০০ সালে জন্ম নেওয়া শিশুরা ২০২০ সাল নাগাদ অত্যন্ত অসম পরিভ্রমণ করবে

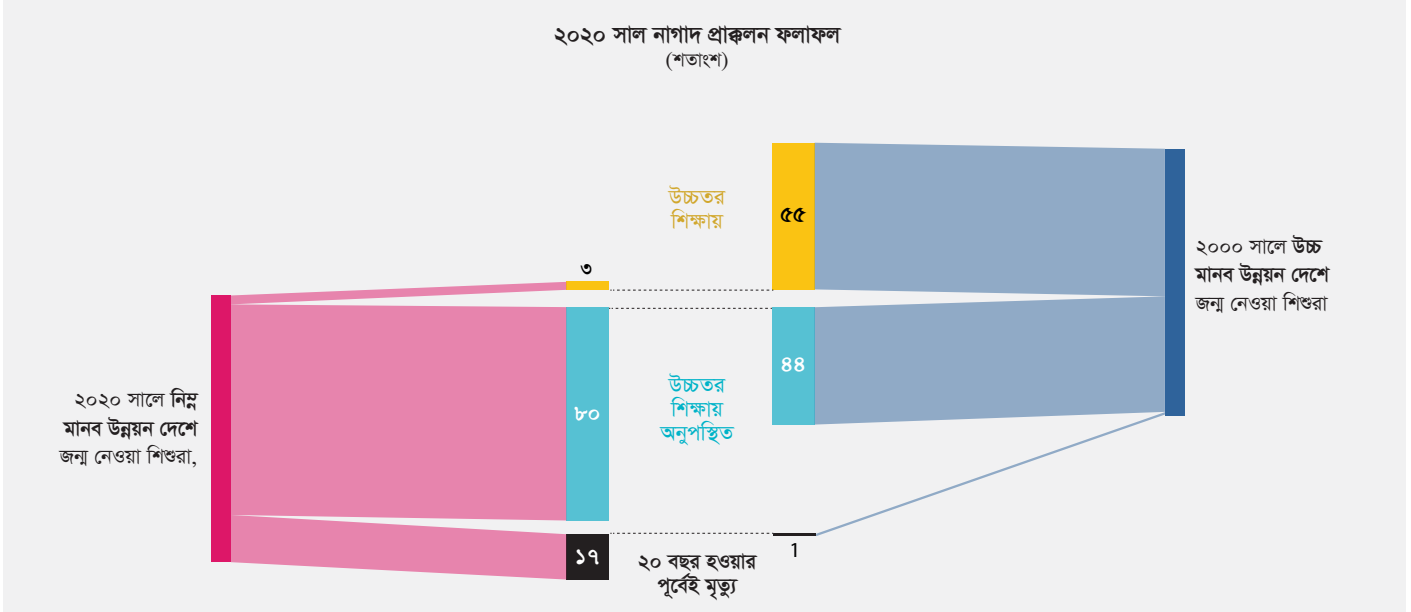

টীকা: মধ্যম মান ব্যবহার করে এসব প্রাক্কলন নিম্ন মানব উন্নয়ন ও অতি উচ্চ মানব উন্নয়ন একজন ব্যক্তিমানুষের জন্য। উচ্চতর শিক্ষায় অংশগ্রহণের উপাত্ত গৃহস্থালি সমীক্ষা উপাত্ত (১৮ থেকে ২২ বছরের জনগোষ্ঠী) থেকে নেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার (ইউনেসকো) পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট এ উপাত্ত প্রক্রিয়াজাত করেছে, শতাংশ নিরূপণ করা হয়েছে ২০০০ সালে জন্মগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে, যে জনগোষ্ঠীর বয়স ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের সম্পর্কে ২০০০ সাল নাগাদ জন্ম উপাত্তের ভিত্তিতেই প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সে জনগোষ্ঠীর প্রাক্কলন কাল (projection period) বিস্তৃত ২০০০ সালে জন্ম সেই জনগোষ্ঠীর যে অংশ ২০২০ সাল নাগাদ জীবিত থাকবে বলে অনুমিত হয়েছে, তার ভিত্তিতেই এবং অংশগ্রহণের তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষায় উপাত্ত গড়ে উঠেছে। উচ্চশিক্ষার নেই সে জনগোষ্ঠী এর পরিপূরক।

উৎস: জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগ ও জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে এইচডিআরও কর্তৃক গঠিত।

চিত্র ৩

আয় ছাড়িয়ে, গড় পেরিয়ে ও বর্তমানের ওপারে: মানব উন্নয়ন অসমতার পর্যালোচনা পাঁচটি প্রধান বক্তব্য বিনির্মাণ করে

উৎস: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিস

লক্ষ্যমাত্রায় ওই সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্যের অবসানের কথা বলা হলেও বাস্তবে বিশ্ব সে লক্ষ্যে সঠিক পথযাত্রায় নেই।

দ্বিতীয়ত: যদিও বিংশ শতাব্দীর বহু অমীমাংসিত অসমতা বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু নতুন আঙ্গিকের মানব উন্নয়ন অসমতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। জলবায়ু সংকট ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের ছত্রচ্ছায়ায় মানব উন্নয়ন অসমতা একবিংশ শতাব্দীতে নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সক্ষমতার অসমতা বেরিয়ে আসছে। চরম বঞ্চনার সঙ্গে সম্পৃক্ত মৌলিক সক্ষমতার (basic capabilities) ক্ষেত্রে বৈষম্য সংকুচিত হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সংকোচন বেশ অবাক করা। যেমন, জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুর বৈশ্বিক বৈষম্য, মানব উন্নয়নের নিম্ন পর্যায়ের বহু মানুষ এ-জাতীয় উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপগুলোতে পৌঁছুতে পেরেছে। সেই সঙ্গে উচ্চতর সক্ষমতার (higher capabilities) ক্ষেত্রে অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রই বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। কারণ, এগুলোই হবে ক্ষমতায়নের মূল উপকরণ। আজকের পৃথিবীতে যারা সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতায়িত (empowerd), তারাই আগামীতে দূরপাল্লার প্রগতির জন্য বেশি প্রস্তুত বলে ধারণা করা হয়।

তৃতীয়ত: জীবনব্যাপী মানব উন্নয়নের অসমতা পুঞ্জীভূত হতে পারে এবং প্রায়শই এ পুঞ্জন (concentration) ক্ষমতায়নের (empowerment) সুগভীর বৈষম্যের কারণে অনেক বেড়ে যায়। এ অসমতাগুলো অন্যায্যতার কারণ নয়, বরং সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির কাঠামোর মধ্যস্থিত অন্তর্নিহিত উপাদানের গতিময়তার ফল। মানব উন্নয়নের অসমতাকে প্রতিহত করতে হলে অসমতার উপাদানগুলোর দিকেই নজর দিতে হবে। শুধু আয়ের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বহাল বৈষম্যকে ঠিক করার প্রয়াসের দ্বারা অসমতার ক্ষেত্রে সত্যিকারের উন্নতি অর্জিত হবে না। কারণ, মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই অসমতার শুরু। আসলে জন্মের আগেই অসমতার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং সারা জীবনচক্রে তা পুঞ্জীভূত হয়। সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে কোনো কোনো সময়ে বা কোনো কোনো দেশে যে নীতিমালা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অসমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা গিয়েছিল, পেছন দিয়ে শুধু সেগুলোকেই দেখলে বা প্রয়োগ করলেই সত্যিকারের উন্নতি সাধিত হবে না। সেই সব পরিস্থিতিতে ক্ষমতার অসমতা আরও গভীর হয়েছিল এবং বহু ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার পুঞ্জীভূতকরণকে ত্বরান্বিত করেছিল।

চতুর্থতঃ মানব উন্নয়নের অসমতা নির্ণয়ের জন্য একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিমাপ এবং নতুন ধরনের অসমতার জন্য দরকার নতুন ধরনের পরিমাপ। বর্তমান সময়ের বাস্তবতাসম্পন্ন পরিষ্কার ধারণা, উপাত্ত উৎসের ব্যাপ্ত সমন্বয় (longer coordination), শাণিত বিশ্লেষণ পন্থা– সবই প্রয়োজন নতুন ধরনের পরিমাপের জন্য। চলমান সৃজনশীল গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বহু দেশে আয় ও সম্পদের শীর্ষে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয় ও সম্পদের পুঞ্জীভূতকরণ যে হারে হচ্ছে, অসমতার একমাত্রিক পরিমাপ (unidimensional measure) তাকে প্রতিফলিত করতে পারছে না। এ-জাতীয় গবেষণা ও সৃজনশীল কাজকে আরও সমৃদ্ধ করলে পরে তা লোকবিতর্ক ও নীতিমালা প্রণয়নকে আরও জোরদার করতে পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উদ্ভূত সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে যদি ব্যবহার করেই চলা হয়, তাহলে নতুন আঙ্গিকের পরিমাপ কখনোই অগ্রাধিকার পাবে না।

পঞ্চমতঃ একবিংশ শতাব্দীতে অসমতাকে রুখে দেওয়া সম্ভব, যদি অর্থনৈতিক অসাম্য কায়েমি রাজনৈতিক স্বার্থে পরিণত হওয়ার আগে আমরা এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করি। মৌলিক কিছু সক্ষমতার ক্ষেত্রে অর্জিত অসমতার সাফল্য প্রমাণ করে যে উন্নতি সম্ভব। কিন্তু মৌলিক সক্ষমতার ক্ষেত্রের বিগত উন্নতি এ শতাব্দীতে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানোর ক্ষেত্রে যথার্থ হবে না। সন্দেহাতীতভাবে মৌলিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে অসাম্য আজও বিরাজমান। তাকে কমিয়ে আনতে চলমান প্রয়াসকে দ্বিগুণ করতে হবে। কিন্তু সে প্রয়াস বর্তমান আঙ্গিকে পর্যাপ্ত নয়। যদি বিস্তৃত সক্ষমতা (enhanced capabilities) আরও ক্ষমতায়নের সঙ্গে সত্যিই সম্পৃক্ত হয়, তাহলে সেসব ক্ষেত্রে ক্রম প্রকাশ্যমান বৈষম্য নীতিমালা প্রণয়নকারীদের জনগণের সক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে নেবে– সেই চয়নের ক্ষমতা যা তাদের আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধকে পূরণ করতে পারে। বিস্তৃত সক্ষমতার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের কিছু অসাম্য, যার কয়েকটি সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছে, প্রতি মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমেই কেবল একবিংশ শতাব্দীতে অসমতার ক্রম প্রসার রোখা সম্ভব।

কেমন করে? নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন নীতি পন্থাকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে কিংবা এটা মনে না করে যে একটি একক রৌপ্যগোলক (silver bullets) সবকিছুর সমাধান করে দেবে। কখনো কখনো মনে করা হয় যে, আয়ের পুনর্বণ্টনই হচ্ছে সে রৌপ্যগোলক। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ওই পুনর্বণ্টনের নীতিই অসমতা নিরসনের নীতি-বিতর্কের মধ্যমণি বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, উচ্চতর এবং আয়ের প্রগতিশীল করা কাঠামো, নিম্নতর আয়স্তরে অর্জিত আয়ের ওপরে ছাড় দেওয়া, প্রত্যেক শিশুর জন্য কর সুবিধা দেওয়া এবং সব নাগরিকের জন্য ন্যূনতম আয় প্রদানের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চাভিলাষী পুনর্বণ্টন নীতিমালা সত্ত্বেও ১৯৭০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে বর্ধিত অসমতার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। এর মানে এই নয় যে, পুনর্বণ্টন অপ্রাসঙ্গিক, বরং এটার উল্টোটাই সত্যি। কিন্তু আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে মানব উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে অসমতা দূরীকরণ বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ নীতিমালার প্রয়োজন।

কী করা যেতে পারে? বর্তমান প্রতিবেদনে মানব উন্নয়ন অসমতা প্রতিরোধে বেশ কিছু নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। সক্ষমতার প্রসারণ ও তার বণ্টনকে সংযুক্ত করে যে কাঠামো রয়েছে, তার আঙ্গিকেই এসব প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব প্রস্তাব বাজার-পূর্ব (pre market), বাজার-মধ্য (mid market) ও বাজার-পরবর্তী (post market) প্রেক্ষাপটে সম্পৃক্ত। মজুরি, লাভ ও শ্রম অংশগ্রহণ বাজারের মধ্যেই নির্ধারিত হয় বাজারে স্থিতমান নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালা দ্বারা (বাজার-মধ্য ব্যবস্থা), কিন্তু সেসব ফলাফল, মানুষ বাজারে অংশগ্রহণের আগের নীতিমালার ওপরে (বাজার-পূর্ব ব্যবস্থাতে) গৃহীত। সক্ষমতার ক্ষেত্রে অসমতাকে দূর করে সবাইকে শ্রমবাজারের জন্য সমভাবে উপযুক্ত করে তুলতে পারে। বাজার-মধ্য নীতিমালা যখন মানুষ কাজ করছে, তখন সুযোগ ও আয়ের বণ্টনকে প্রভাবিত করে সে কর্মফলকে নির্ধারণ করে, যার ফলে সে কর্মফল সুসাম্য বা অসাম্যমূলক হতে পারে। বাজার-পূর্ব ও বাজার-মধ্য নীতিমালার সমন্বয়ে যখন আয় ও সুযোগের বণ্টন নির্ণীত হয়েছে, বাজার-পরবর্তী নীতিমালা সে ফলাফলকে প্রভাবিত করে।

এসব নীতিমালাই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। যেমন, বাজার-পূর্ব সরকারি সেবাদান আংশিকভাবে বাজার-পরবর্তী নীতিসমূহের কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল (যেমন, বাজার উদ্ভূত আয়ের ওপর কর আরোপ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের জন্য প্রয়োজনীয় আহরণ করা হয়েছে কি না)। অন্যদিকে একটি সমাজ ধনিক বা দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে আয় পুনর্বণ্টনে কতটা ইচ্ছুক, তার ওপরে করারোপ ও করের আমানত নির্ভর করে।

একবিংশ শতাব্দীতে মানব উন্নয়ন অসমতার ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা প্রসন্নচিত্ত (complacent) হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। জলবায়ু সংকট প্রমাণ করেছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তার মূল্য ক্রমবর্ধমান। তার কারণ, নিষ্ক্রিয়তার ফলে অসমতা আরও বেড়ে গেলে করণীয় কর্মকাণ্ড আরও দুঃসহনীয় হয়ে পড়ে। প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই শ্রমবাজার ও মানবজীবনে পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু এ পরিবর্তন সে পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যেখানে যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্থান দখল করে নেবে। কিন্তু আমরা একটি অতটে পৌঁছেছি, যা থেকে পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। আমাদের একটা বাছাইয়ের সুযোগ আছে, এবং সঠিক সিদ্ধান্তটি এখনই নিতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে মানব উন্নয়ন অসমতার ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা প্রসন্নচিত্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারি না। জলবায়ু সংকট প্রমাণ করেছে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তার মূল্য ক্রমবর্ধমান। কারণ, নিষ্ক্রিয়তার ফলে অসমতা আরও বেড়ে গেলে করণীয় কর্মকাণ্ড দুঃসহ হয়ে পড়ে। প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই শ্রমবাজার ও মানব জীবনে পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু এ পরিবর্তন এমন জায়গায় পৌঁছায়নি, যেখানে যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্থান দখল করে নেবে

আয় ছাড়িয়ে, গড় পেরিয়ে ও বর্তমানের সময়ের ওপারে

আয় ছাড়িয়ে, গড় পেরিয়ে এবং বর্তমানের সময়ের ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বর্তমান প্রতিবেদন একটি নতুন বিশ্লেষণ কাঠামো গঠন করেছে। (চিত্র-০৪)

আয় ছাড়িয়ে

অসমতার ওপরে যেকোনো ব্যাপ্ত মূল্যায়নই আয় ও সম্পদকে নিশ্চিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সে মূল্যায়নকে ডলার বা রুপির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, যাতে করে মানব উন্নয়নের অন্য দিকগুলোর অসাম্য এবং যেসব প্রক্রিয়া এ-জাতীয় অসাম্য সৃষ্টি করে, তার সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা করা যায়। আয়ের অসমতা নিশ্চয়ই আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, মানব উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য মাত্রিকতাগুলো যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মর্যাদা বা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজমান। শুধু আয় ও সম্পদের অসমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এসব বৈষম্য সব সময় প্রতীয়মান হয় না। অসমতার ক্ষেত্রে একটি মানব উন্নয়ন প্রেক্ষাপট সব সময় মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত। মানুষ তার জীবনে যা হবার বা যা করার আকাঙ্ক্ষা রাখে, সেই স্বাধীনতা প্রয়োগের জন্য মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধিই মানব উন্নয়নের মূল কথা।

এমনকি আয়ের অসমতা বুঝতে হলেও এ ধরনের অসমতা বোঝা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ও মা-বাবার উৎসারিত পশ্চাৎপদতা পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং জীবনব্যাপী আরও বৃদ্ধি পায়। অসাম্যের সৃষ্টি মানবজীবনের আগে থেকেই– জন্ম লটারি নিরূপণ করে কোথায় একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে এবং তখন থেকেই অসাম্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে পারে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব না-ও হতে পারে এবং কর্মে নিয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদের অসুবিধা হতে পারে। শ্রমবাজারে যখন তারা প্রবেশ করে, তখন উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের চেয়ে নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের আয় কম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং এসব অসমতা ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়ে গিয়ে তাদের আরও পশ্চাৎপদ করে রাখে।

গড় পেরিয়ে

বেশির ভাগ সময়েই অসমতাবিষয়ক বিতর্ককে অতি সরলীকরণ করা হয়। শুধু অসমতার একমাত্রিক পরিবাপের ওপর নির্ভর করে, অসম্পূর্ণ উপাত্তের ওপর ভিত্তি করেই এ বিতর্ক গড়ে ওঠে। এ-জাতীয় উপাত্ত একটি আংশিক এবং বহু ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর চিত্র তুলে ধরে, যে অসমতা আলোচিত হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে তো বটেই; যারা এ অসমতার শিকার হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও। অসমতার বিশ্লেষণ গড় পেরিয়ে যেতে হবে। কারণ, গড় বণ্টনের সমৃদ্ধ তথ্যকে সংকুচিত করে একটি সংখ্যায় সীমিত করে ফেলে।

চিত্র ৪

অসমতা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা

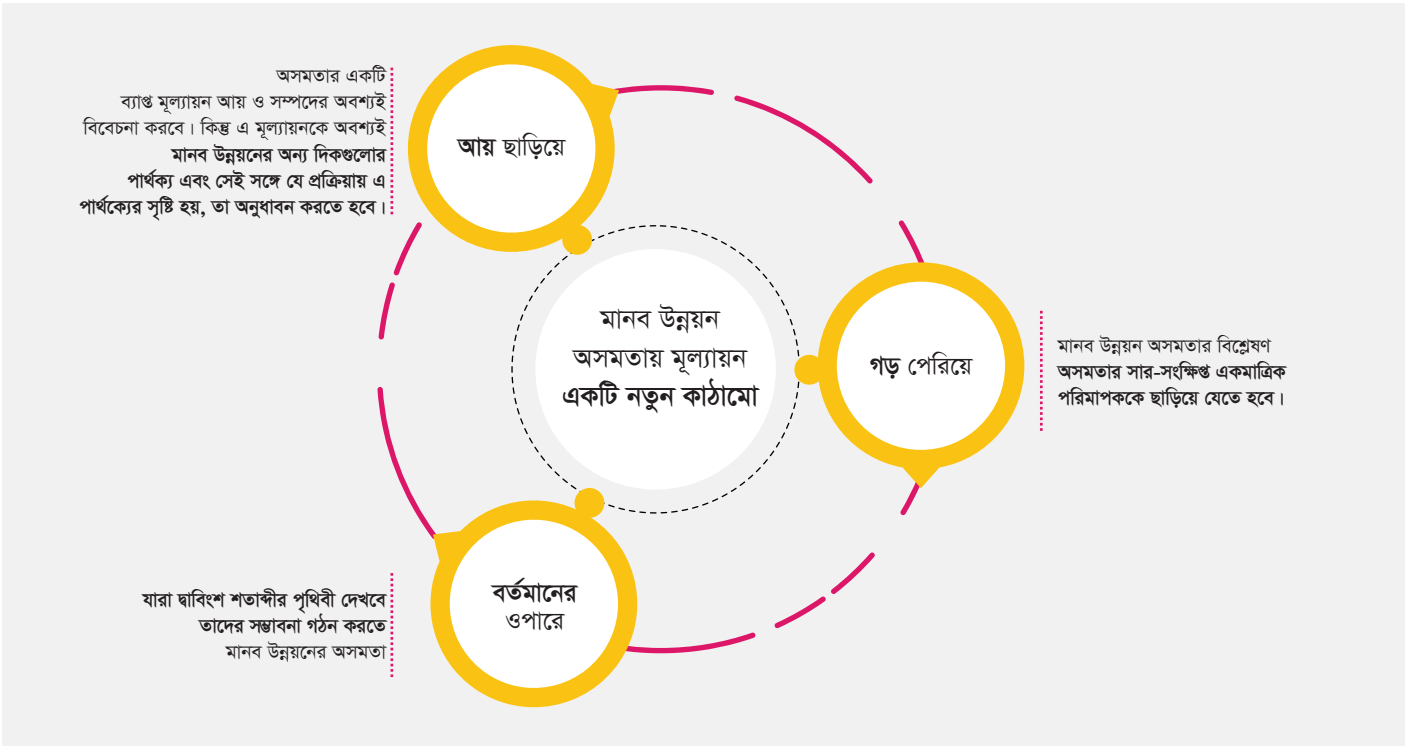

উৎস: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিস

এতে নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অসমতার গতিময়তা কেমন করে বদলায়, সেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানব উন্নয়নের প্রতিটি আঙ্গিকের জন্য অসমতার সম্পূর্ণ নীতিমালাই সমগ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আর্থসামাজিক দলের মধ্যকার অর্জনের পার্থক্য।

বর্তমানের ওপারে

একটি পরিবর্তনীয় জগতের জন্য ভবিষ্যতের অসমতা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানের ও ভবিষ্যতের অসমতা বিবিধ আর্থসামাজিক কারণগুলোর পারস্পরিক নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে আজকের তরুণসমাজ ও তাদের সন্তানদের জীবন নিরূপণ করবে

অসমতার ওপরে বেশির ভাগ আলোচনাই হয় অতীতের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অথবা এখনো বর্তমানের ওপরেই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু একটি পরিবর্তনীয় জগতের জন্য ভবিষ্যতের অসমতা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানের ও ভবিষ্যতের অসমতা আর্থসামাজিক অসমতার কারণগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে আজকের তরুণসমাজ ও তার সন্তানদের জীবনকে নিরূপণ করবে। দুটো বিশেষ গতিময়তা একবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ নির্ধারণ করবে– জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব। জলবায়ু সংকট ইতিমধ্যেই দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে এবং যন্ত্রনির্ভর শিক্ষা ও কৃত্রিম ধীশক্তি (artificial intelligence) নির্ভর প্রযুক্তিগত প্রগতি বহু জনগোষ্ঠী, এমনকি দেশকেও পেছনে ফেলে রেখে যাবে। ফল– একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

বিবর্তনীয় মানব আকাঙ্ক্ষা: ন্যূনতম মৌলিক থেকে বর্ধিত সক্ষমতা

যখন অমর্ত্য সেন প্রশ্ন তোলেন যে চূড়ান্ত বিচারে কি জাতীয় সমতা (কিসের সমতা) আমরা মেনে নিতে পারি। তার যুক্তি হচ্ছে, মানুষের সক্ষমতাই (জীবনব্যাপী চয়নের স্বাধীনতা) মুখ্য। সক্ষমতাই মানব উন্নয়নের ভিত্তিভূমি। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান প্রতিবেদন সক্ষমতার সমতাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

পারিপার্শ্বিকতা, মূল্যবোধ, মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সক্ষমতা বদলায়। বর্তমান পৃথিবীতে চরম বঞ্চনারহিত একরাশ সক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট। নিজের জীবনের ওপর পরিপূর্ণ প্রভাবের মধ্যে বর্ধিত সক্ষমতা মানুষের একান্ত প্রয়োজন। বর্ধিত সক্ষমতা মানুষের জীবনে বৃহত্তর স্বীকৃতি নিয়ে আসে। যেহেতু কিছু কিছু সক্ষমতা মানুষের পুরো জীবনে গড়ে ওঠে, কিছু ন্যূনতম মৌলিক সক্ষমতা যেমন– পাঁচ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা কিংবা পড়তে পারা পরবর্তী জীবনে বর্ধিত সক্ষমতা গড়ার জন্য প্রাথমিক ধাপ বলে বিবেচিত হয়। (চিত্র-০৫)

প্রযুক্তি ব্যবহারে কিংবা পরিবেশগত অভিঘাতে (নিম্ন প্রভাবসম্পন্ন বিপত্তি থেকে উচ্চমার্গের অনির্দেশ্য সংকটের অভিঘাত) মোকাবিলার ক্ষেত্রে একই জাতীয় বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসমতার প্রভাব বোঝার জন্য এই পার্থক্যও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– নারীর ভোটাধিকার (একটি মৌলিক সক্ষমতা) থেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে জাতীয় নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ (একটি বর্ধিত সক্ষমতা)। ন্যূনতম মৌলিক সক্ষমতা থেকে বর্ধিত সক্ষমতার উত্তরণ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ থেকে বজায়ক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর প্রতিবিম্বিত চিত্র বলে ভাবা যেতে পারে।

চিত্র ৫

মানব উন্নয়ন-ন্যূনতম মৌলিক থেকে বর্ধিত সক্ষমতা

উৎস: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিস

প্রধান বক্তব্য ১: চরম বঞ্চনাসমূহ হ্রাসে প্রভূত সাফল্য অর্জন করলেও মানব উন্নয়ন অর্জনে ব্যাপ্ত অসমতা রয়ে গেছে

একবিংশ শতাব্দী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সফলতা প্রত্যক্ষ করছে। অভূতপূর্ব সংখ্যক মানুষ সারা বিশ্বে বুভুক্ষা, ব্যাধি এবং দারিদ্র্য থেকে বিশাল মুক্তি পেয়ে ন্যূনতম জীবনধারণের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। মানব উন্নয়ন সূচক গড় পরিমাপ নির্দেশ করে যে প্রত্যাশিত আয়ের ক্ষেত্রে, মূলত শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের কারণে তার প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু বহু মানুষকে পেছনে ফেলে আসা হয়েছে এবং সব সক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত অসমতা বহু বিস্তৃত। কোনো কোনো অসমতা জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়াবলিতে, কোনো কোনো অসমতা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান-সুযোগ এবং জীবন পরিবর্তনীয় প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান।

উল্লেখযোগ্য মাত্রার হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও নিম্ন মানব উন্নয়ন ও উচ্চ মানব উন্নয়ন দেশসমূহের মধ্যে জন্মপ্রত্যাশিত গড় আয়ুর ফারাক এখনো ১৯ বছর। প্রতি ধাপ বয়সেই প্রত্যাশিত আয়ুর মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। সত্তর বছর বয়স মাত্রার নিম্ন ও উচ্চ মানব উন্নয়ন দেশগুলোর মাঝে প্রত্যাশিত গড় আয়ুর ফারাক প্রায় ৫ বছর। নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশসমূহের মাত্র ৮২ শতাংশ মানুষ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে। যেখানে উচ্চতম মানব উন্নয়ন দেশসমূহে সংশ্লিষ্ট উপাত্তটি হচ্ছে ৯১ শতাংশ। শিক্ষার সকল স্তরেই অসমতা রয়েছে। নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশসমূহে ৩.২ শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, যেখানে উন্নত দেশগুলোর ২৯ শতাংশ জনগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত। প্রযুক্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশে প্রতি ১০০জনের মাঝে ৬৭জন মুঠোফোন গ্রাহক। উন্নত বিশ্বে এর দ্বিগুণসংখ্যক মানুষ মুঠোফোন গ্রাহক। তেমনিভাবে বিস্তৃত সুযোগের ক্ষেত্রে উচ্চতম মানব উন্নয়ন দেশসমূহে ২৪ শতাংশ লোকের প্রবেশাধিকার আছে। অন্যদিকে নিম্ন মানব উন্নয়নসম্পন্ন দেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি হচ্ছে ১ শতাংশ। (চিত্র-০৬)

পেছনে যারা পড়ে আছে, তাদের মাঝে ৬০ কোটি মানুষ এখনো চরম আয় দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Multidimensional Poverty Index) দিয়ে পরিমাপ করলে তা এক লাফে ১৩০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ২৬ কোটি শিশু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাবৃত্তের বাইরে এবং ৫৪ লাখ শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। টিকা দান বা ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা সুবিধা সত্ত্বেও বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর দারিদ্র্যতম গৃহাঙ্গনে শিশুমৃত্যুর হার এখনো বেশি। কিন্তু দেশাভ্যন্তরেও এ হার বেশ কম রয়েছে। কোনো কোনো মধ্যম মান উন্নয়ন দেশসমূহে দরিদ্রতম ২০ শতাংশ গৃহস্থালির শিশুমৃত্যুর হার নিম্ন মানের উন্নয়ন দেশসমূহের শিশুমৃত্যুর হারের সমান।

প্রধান বক্তব্য ২: ন্যূনতম মৌলিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে বৈষম্য কমে আসা সত্ত্বেও বর্ধিত সক্ষমতার ক্ষেত্রে বর্তমান অসাম্যের ফলে একটি নতুন আঙ্গিকের অসমতা আত্মপ্রকাশ করেছে

বর্তমানে ২০২০ দশকে প্রবেশের কালে একবিংশ শতাব্দীর জীবন ও জগতের জন্য নতুন কিছু সক্ষমতা মুখ্য হয়ে উঠেছে। এসব সক্ষমতার ক্ষেত্রে নানান অসমতা ন্যূনতম মৌলিক সক্ষমতার অসাম্যের থেকে ভিন্নতর গতিময়তা সৃষ্টি করেছে। এগুলোই নতুন এক ধরনের অসমতার ভিত্তিমূল।

যদিও অনেক কিছু করণীয় এখনো বাকি আছে, তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই ন্যূনতম মৌলিক সক্ষমতার অসমতা হ্রাস পাচ্ছে। জন্ম প্রত্যাশিত গড় আয়ু, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন, মুঠোফোন গ্রাহক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপাত্ত বিভিন্ন মানব উন্নয়ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসমতা হ্রাসের প্রতি দিক নির্দেশ দিচ্ছে (চিত্র-০৭)। জনকাঠামোর শীর্ষে যে গোষ্ঠী রয়েছে, তার তুলনায় নিচের স্তরে যারা রয়েছে, তাদের অগ্রগতির হার দ্রুত। ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশসমূহে প্রত্যাশিত গড় আয়ুর বৃদ্ধি উচ্চতর মানব উন্নয়ন দেশগুলোর তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি ছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়ার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ও মুঠোফোন সেবার ক্ষেত্রেও নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশসমূহ উচ্চতর মানব উন্নয়ন দেশগুলোর কাছাকাছি চলে আসছে।

অবশ্য এ সংবাদেরও দুটো কিন্তু আছে। প্রথমত: এত সব অগ্রগতি সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় ২০৩০ সাল নাগাদ চরম বঞ্চনা দূরীকরণে বিশ্ব সঠিক পথে নেই। ২০৩০ সালেও অনূর্ধ্ব-৫ বছরের ৩০ লাখ শিশু প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করবে (এ সংখ্যা বজায়ক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮ লাখ ৫০ হাজার বেশি)। এ সময়ে ২ কোটি ২৫ লাখ শিশু বিদ্যালয়-বহির্ভূত হয়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন দিকে ফারাকটি কমে আসছে এ কারণে যে শীর্ষ অবস্থানকারীদেরও অগ্রগতির সুযোগটি সীমিত।

অন্যদিকে বর্ধিত সক্ষমতার ক্ষেত্রে অসমতা আরও বিস্তৃত হচ্ছে। যেমন– উপাত্তের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গুননিতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৭০ বছর বয়সকালে প্রত্যাশিত গড় আয়ুর বৃদ্ধি উচ্চতম মানব উন্নয়ন দেশসমূহে নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ ছিল।

যদিও বহু কিছু করণীয় এখনো বাকি আছে, তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই ন্যূনতম মৌলিক সক্ষমতার অসমতা হ্রাস পাচ্ছে। জন্মপ্রত্যাশিত গড় আয়, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন, মুঠোফোনের গ্রাহক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপাত্ত বিভিন্ন মানব উন্নয়ন গোষ্ঠীর অসমতা হ্রাসের প্রতিই দিক নির্দেশ করছে

চিত্র ৬

মৌলিক এবং বর্ধিত সক্ষমতার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে গভীরভাবে অসমতা বিরাজমান

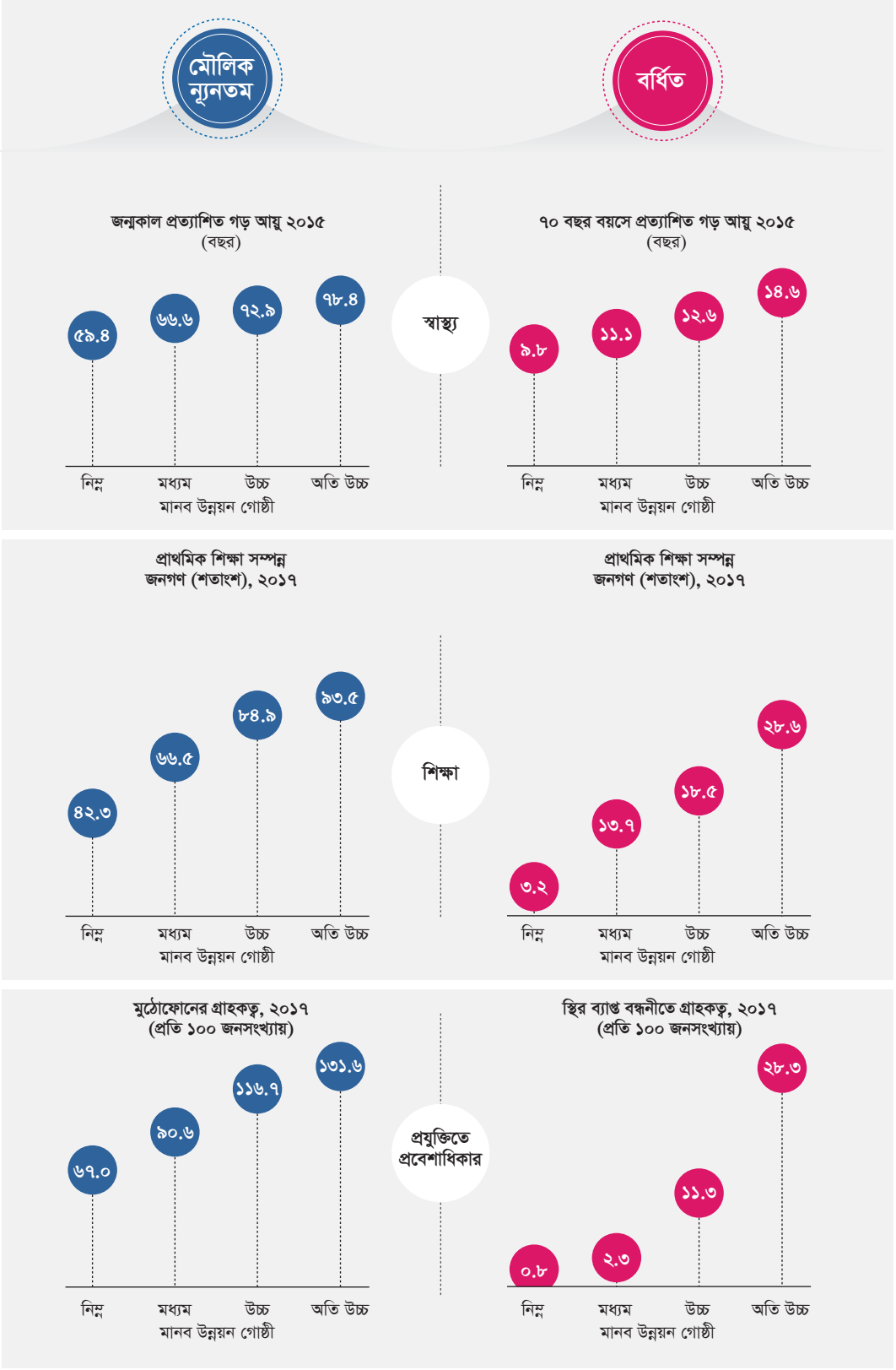

উৎস: জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম বিভাগ, জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের পরিপ্রেক্ষিতে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অফিস কর্তৃক গঠিত

চিত্র ৭

মৌলিক ন্যূনতম সক্ষমতায় ধীরে ধীরে পার্থক্য দূরীকরণ ও বর্ধিত সক্ষমতায় দ্রুত ফলাফলের সৃষ্টি

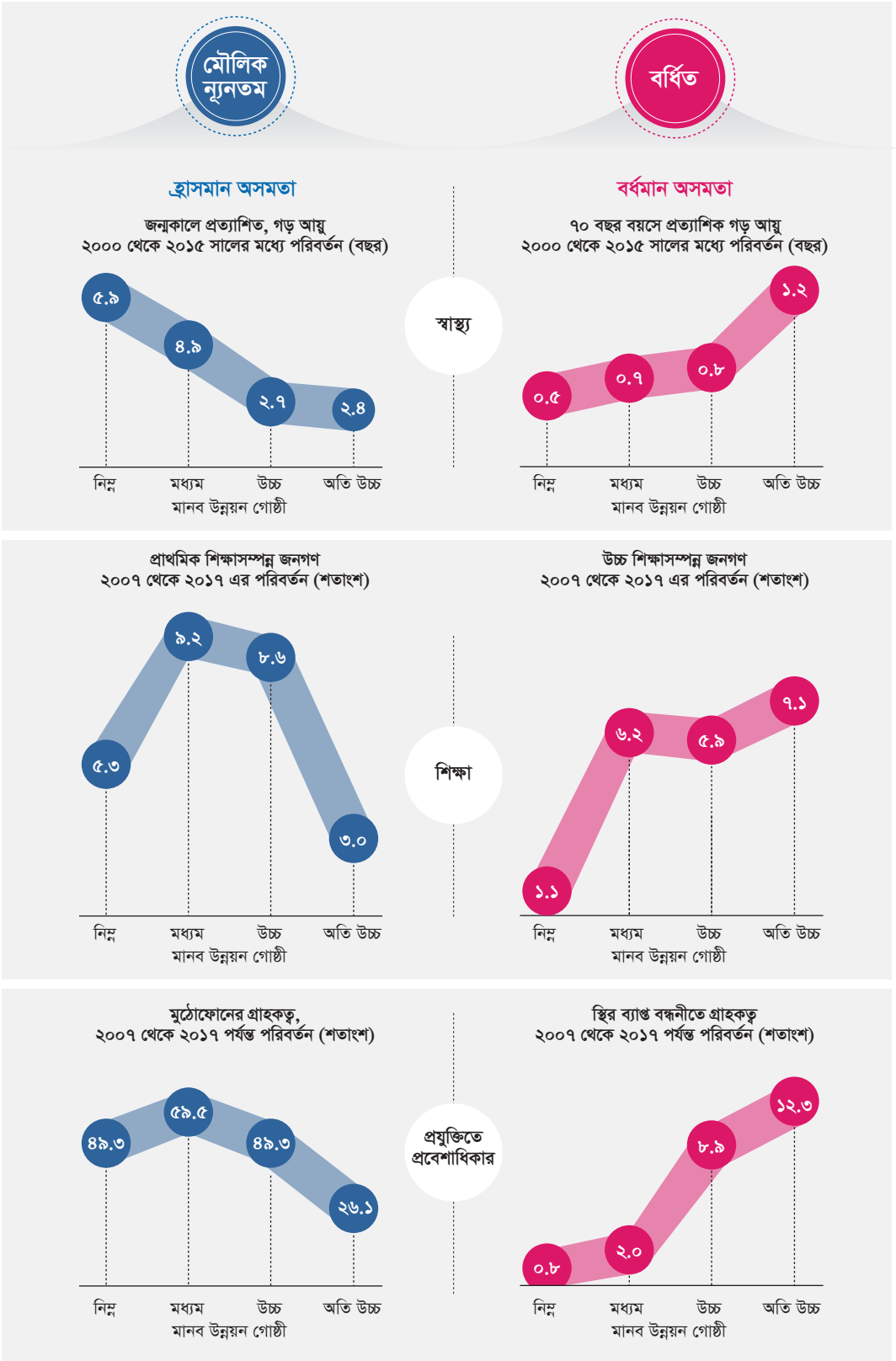

উৎস: জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম বিভাগ, জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের পরিপ্রেক্ষিতে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অফিস কর্তৃক গঠিত

অন্যান্য বর্ধিত সক্ষমতার ক্ষেত্রেও এ-জাতীয় অসমতার উপস্থিতি প্রমাণযোগ্য। সত্যিকার অর্থে, উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এ-জাতীয় অসাম্য আরও প্রকট। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষিত এ-জাতীয় জনগোষ্ঠীর অনুপাত উচ্চতম মানব উন্নয়ন দেশসমূহে নিম্ন মানব উন্নয়ন দেশগুলোর চেয়ে ৬ গুণ বেশি এবং ব্রডব্যান্ড গ্রাহকত্বের ক্ষেত্রে ১৫ গুণ দ্রুততর।

দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তঃদেশ অবস্থানের ক্ষেত্রে এসব নবমাত্রিক অসমতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর সমাজের রূপরেখা নিরূপণে এসব অসমতা আয়, জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিধিকে ক্রমেই বিস্তৃত করছে। সেই সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর সুযোগ গ্রহণ, একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে সক্রিয় থাকা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করার জন্য মানুষের সক্ষমতা হয়তোবা প্রভাব বিস্তার করবে।

জন্মের আগে থেকেই অসমতার শুরু হতে পারে এবং একজন মানুষের সারা জীবনে সে অসমতা চক্রাকারে বর্ধিত হতে পারে। যখন সেটা ঘটে, তখন তা স্থায়ী অসমতার জন্ম দিতে পারে

প্রধান বক্তব্য ৩: অসমতা সারা জীবনচক্র থেকে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয় এবং প্রায়শই এ প্রক্রিয়া ক্ষমতার সুগভীর অসাম্যেরই প্রতিফলন

অসমতা, এমনকি আয় অসমতা অনুধাবন করতে হলে যেসব অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া বৈষম্যের জন্ম দেয়, তা বোঝা দরকার। বিভিন্ন অসমতা একে অন্যকে প্রভাবিত করে, যদিও তাদের মাত্রা ও প্রভাব একজন মানুষের সারা জীবনে পরিবর্তিত হয়। এর অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, শুধু যান্ত্রিকভাবে আয় হস্তান্তর করলেই অসমতা দূর হবে না, এর জন্য আরও ব্যাপক নীতিমালা প্রয়োজন। এসব নীতিকে ঐতিহাসিকভাবে সুপ্রোথিত সামাজিক আচার, নীতি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রভাবিত করতে হবে।

জীবনব্যাপী বাধাসমূহ

জন্মের আগে থেকেই অসমতার শুরু হতে পারে এবং একজন মানুষের সারা জীবনে সেই অসমতা চক্রাকারে বর্ধিত হতে পারে। নানাভাবে এ প্রক্রিয়া ঘটতে পারে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মা-বাবার আর্থসামাজিক অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে (চিত্র- ০৮)

চিত্র ৮

জীবনব্যাপী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য চক্র

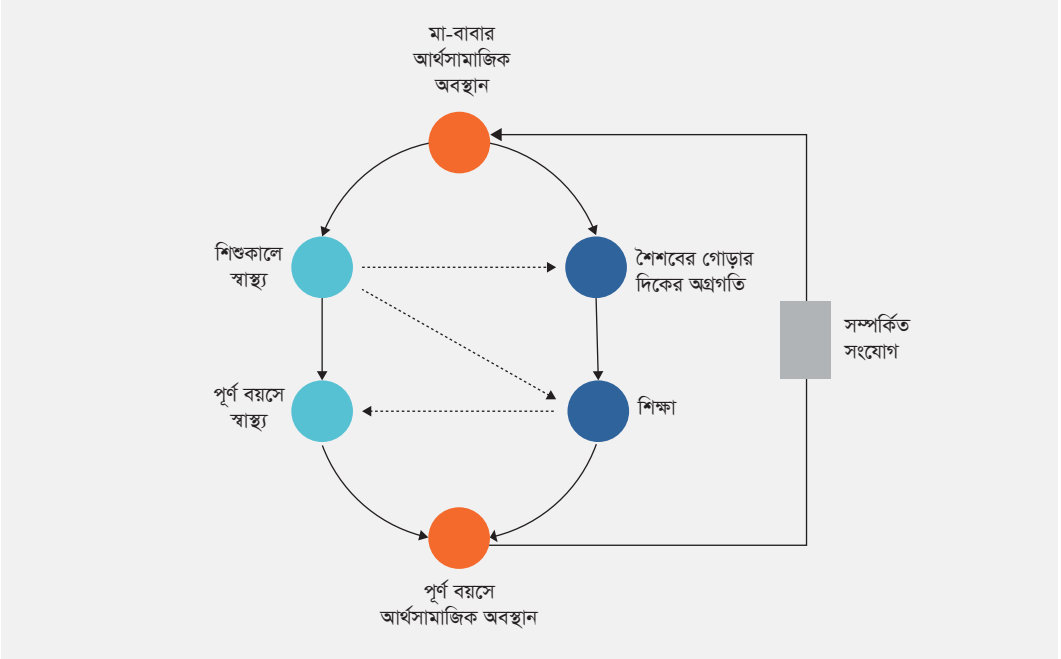

টীকা: ছবিতে বৃত্তগুলো জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরকে বোঝায় এবং কমলা রঙের বৃত্তসমূহ চূড়ান্ত দলকে প্রকাশ করে। আয়তক্ষেত্রটি সম্পর্কিত সংযোগের প্রতিনিধি। খন্ডিত রেখাগুলো যেসব মিথস্ক্রিয়া বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, তাদেরকে বোঝায়। একটি শিশুর স্বাস্থ্য তার শৈশবের গোড়ার দিকের অগ্রগতিতে এবং সেই স্বচ্ছতার শিক্ষা সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যেমন মানসিক প্রতিবন্ধী একটি শিশু শিশুকালের গোড়ার দিকের অগ্রগতি কিংবা শিক্ষা সুবিধা থেকে একটি সুস্থ শিশুর মতো সুফল পাবে না। প্রয়োজন হলে একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে কী করে সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে তথ্য এবং সেই সঙ্গে জীবনযাত্রাকে কীভাবে উন্নীত করা যেতে পারে, শিক্ষা সে ব্যাপারে অবদান রাখতে পারে।

উৎস: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিস, adapted from Deaton (2013a).

জনক-জননীর আয় এবং পারিপার্শ্বিকতা তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়কে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থসামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেও অসমতা -প্রায়শই জন্মের আগেই শুরু হয় এবং ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অন্ততপক্ষে প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জন পর্যন্ত বিস্তৃত হতে থাকে। নিম্ন আয়ের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, এমন শিশুরা ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে ও সুশিক্ষা লাভ করবে না এমন একটি সম্ভাবনা থেকেই যায়। যারা অপর্যাপ্ত শিক্ষার অধিকারী, তারা অন্যদের চেয়েও কম আয় করবে, কিংবা ভগ্নস্বাস্থ্যের শিশুরা অন্যদের চেয়ে বেশি মাত্রায় স্কুলে অনুপস্থিত থাকবে, এটাই সম্ভাব্য এবং যখন শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাদের মতো আর্থসামাজিক পরিস্থিতির আরেকজন মানুষকে তাদের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় (প্রাসঙ্গিক অবস্থানে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক) তখন অসমতার বিস্তার, আন্তঃপ্রাজন্মিক (intergenerational) হয়।

এ চক্রব্যূহ (vicious circle) বেশ কঠিন, বিশেষ করে যে প্রক্রিয়ার মাঝে, আয়ের অসমতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে বিবর্তিত হয়। যখন সম্পদশালী গোষ্ঠী তাদের ও তাদের সন্তানদের স্বার্থে এটা তারা প্রায়শই করে থাকে এবং নীতিমালাকে প্রভাবিত করে, তার ফলে শীর্ষ স্তরে আয় ও সুযোগের পুঞ্জীভূতকরণ রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে ওঠে। সুতরাং আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই যে, অসম সমাজে সামাজিক সচ্ছলতা অনেক কম হয়। যেহেতু নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি ভূমিকা আছে এবং আংশিকভাবে হলেও যেহেতু অসমতা-হ্রাস সামাজিক সচলতাকে বৃদ্ধি করে, সেহেতু কোনো কোনো সমাজে সামাজিক সচলতা অন্যান্য সমাজের চেয়ে বেশি।

ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা

আয় ও সম্পদের অসমতা প্রায়শই রাজনৈতিক অসাম্যে রূপান্তরিত হয়। কারণ, আংশিকভাবে হলেও অসমতা রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে, ফলে তাদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল অবধারিত সুযোগ পেয়ে যায়। সেসব সুযোগপ্রাপ্ত গোষ্ঠী পুরো ব্যবস্থাকে হ্রাস করতে পারে। তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে এটিকে বিনির্মাণ করতে পারে, ফলে অসমতার আরও বৃদ্ধির সুযোগ থেকে যায়। ক্ষমতার অপ্রতিসাম্যের কারণে বহু প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ভেঙে পড়তে পারে এবং এর ফলে নীতিমালার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। যখন সম্পদশালী গোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ব্যবহার করে, তখন সাধারণ নাগরিকেরা সামাজিক চুক্তিসমূহের অংশীদার হতে অনিচ্ছুক থাকে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে, জনগণ স্বেচ্ছায় সেসব সামাজিক রীতিনীতি এবং প্রত্যাশিত আচরণকে মেনে নেয়। সেগুলোই সামাজিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিভূমি। কিন্তু নাগরিক অনিচ্ছা যখন কর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে রাষ্ট্রের সক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসমতা আরও বেড়ে যেতে পারে। সম্ভবত স্থায়ী অন্তর্ভুক্তিহীনেরা (permanently excluded) অথবা কোনো কোনো শ্রেণিকে রাজনৈতিক সমর্থনের কারণে এবং অযাচিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কারণে যখন সামগ্রিক ব্যবস্থাটিকে অন্যায্য বলে মনে করা হয়, যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। ক্ষমতাবানদের সুগভীর প্রতিপত্তিমূলক প্রভাবই এতে প্রতিফলিত হয়।

অসমতা ও রাজনৈতিক গতিময়তার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার একটি উপায় হচ্ছে একটি বিশ্লেষণমূলক কাঠামো গঠন, যার মাধ্যমে অসমতার জন্ম ও তার বিস্তারের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষিত হতে পারে। একেবারে এর কেন্দ্রবিন্দুতে এ প্রক্রিয়াকে শাসন বলে অভিহিত করা যেতে পারে অথবা একে বলা যেতে পারে সমাজে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী একটি সহমতে (নীতিমালা ও নিয়ম বিষয়ে) পৌঁছানোর জন্য দর-কষাকষি প্রক্রিয়া। যখন এসব সহমত নীতিমালার রূপ নেয়, সেগুলো সমাজে সম্পদ বণ্টনকে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন করতে পারে (চিত্র ০৯ এর নিচের ডান দিকের ফলাফল প্রক্রিয়া নির্দেশিত)।

সুবদ্ধ লেখাংশ ১

গ্রেট গ্যাটসবি কার্ভের ওপরে নতুন আলোকপাত

উচ্চতর আয় অসমতা ও আয়ের ক্ষেত্রে নিম্নতর আন্তঃপ্রজন্ম সচলতার ইতিবাচক সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত, গ্রেট গ্যাটসবি কার্ভ বলে পরিচিত এ সম্পর্ক শুধু আয় অসমতা ছাড়িয়ে মানব উন্নয়ন অসমতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (সংশ্লিষ্ট চিত্র), মানব উন্নয়ন অসমতা যত উচ্চতর হবে, আয়ের আন্তঃপ্রজন্ম সচলতা (intergenerational mobility) ততোই নিম্নতর হবে।

এ দুটো পরস্পরের হাতে হাত ধরে চলে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, একটির কারণে অন্যটি সৃষ্টি হয়, সত্যিকার অর্থে অন্তর্নিহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ উভয়েরই চালিকা শক্তি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, সুতরাং এসব চালিকা শক্তি বোঝা এবং তাদের প্রতিকারের মাধ্যমেই সচলতা ও অসমতার সমাধান হতে পারে।

যেসব দেশে উচ্চতর মানব উন্নয়ন অসমতা বিদ্যমান, সেখানে আয়ে আন্তঃপ্রজন্ম সচলতা নিম্নতর

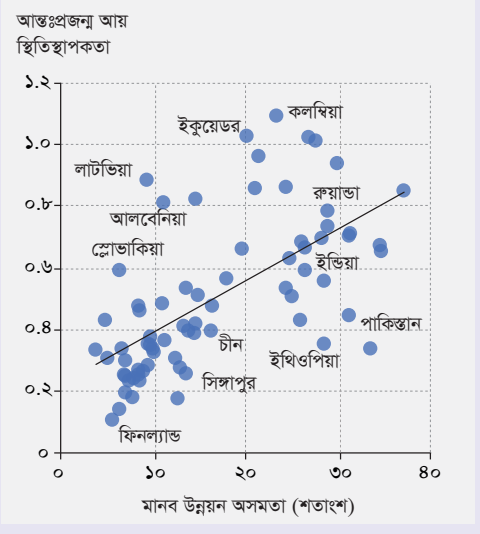

টীকা: মানব উন্নয়ন সূচকের তিনটি মাত্রিকতা– আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অসমতার কারণে সূচকের মান হ্রাসকে সূচক মানের শতাংশ হিসেবে মানব উন্নয়ন অসমতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা যতই উচ্চতর, ততই মাতা-পিতার আয় ও সন্তানদের আয়ের সংযোগ বেশি, যার মানে হচ্ছে আয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রজন্ম সচলতা।

উৎস: Corak (২০১৩) এর লভ্য উপাত্তকে পরিমার্জনা সাপেক্ষে GDIM (২০১৮) এর উপাত্ত ব্যবহার করে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিসকৃত কর্তিত।

প্রতিটি স্থানে নারী-পুরুষের বৈষম্য সবচেয়ে সুপ্রোথিত বৈষম্যের একটি। যেহেতু এ বৈষম্য বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেককেই প্রভাবিত করে, সুতরাং এ অসমতা মানব উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতাসমূহের একটি

উদাহরণস্বরূপ, কর এবং সামাজিক ব্যয় নির্ধারক নীতিসমূহ কর রাজস্ব ব্যবস্থায় সম্পদের জোগান দেবে এবং কারা এটা থেকে সুবিধা পাবে, তা নির্ধারণ করে কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে এসব নীতিমালা কার্যত ক্ষমতাকেই পুনর্বণ্টিত করে (চিত্র ০৯ এর ডান দিকের ওপরের নির্দেশিকা)। এর ফলে নীতিকাঠামোতে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠী দর-কষাকষি করে, তাদের মধ্যকার ক্ষমতার অপ্রতিসাম্যের জন্ম হবে কিংবা বিদ্যমান অপ্রতিসাম্য বৃদ্ধি পাবে। ফল, নীতিমালা কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর বিরূপ প্রভাব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্ষমতার অপ্রতিসাম্যের কারণে শক্তিধর মানুষেরা নীতি কাঠামোকে কবজা করতে পারে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের অঙ্গীকারের সক্ষমতা হ্রাস পাবে। অথবা এ-জাতীয় অপ্রতিসাম্য কোনো কোনো জনগোষ্ঠীকে উন্নত মানের সরকারি সেবা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, যার ফলে কর প্রদানে সহযোগিতা করার ইচ্ছা বিঘ্নিত হয়ে হ্রাস পায়। এর ফলে অসমতার একটি দুষ্ট চক্রের (অসমতা ফাঁদ) সৃষ্টি হতে পারে, যাতে করে অসম একটি সমাজ অসমতাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে ফেলে এই চক্র বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতির (ফলাফল প্রক্রিয়ার) মধ্যে সক্রিয় থেকে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীকে পুরো প্রক্রিয়ার রীতিনীতি পরিবর্তন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে (চিত্র ০৯ এর বাঁ দিকের নিচের নির্দেশনা)। এভাবেই বিধিসম্মত ক্ষমতাও পুনর্বণ্টিত হয়। এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী। কারণ এ পুনর্বণ্টন শুধু বর্তমানের ফলাফলকেই নির্ধারণ করে না, বরং ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পক্ষের আচরণ কেমন হবে, তার প্রেক্ষাপটও তৈরি করে দেয়। এটা আবারও উল্লেখ্য যে, ক্ষমতার অপ্রতিসাম্য যেভাবে নীতিমালার ক্ষেত্রে কাজ করে, তার কারণে অসমতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কিংবা তা আরও গভীর হয় (নিশ্চিতভাবে অসমতার সুশাসনের কার্যকারিতা খর্ব করে) কিংবা আরও সাম্য ও অন্তর্ভুক্তকরণের গতিময়তার পথ সুগম করে দেয়।

নারী-পুরুষের মধ্যকার সমতা

কোনো কোনো গোষ্ঠী ধারাক্রমে বিভিন্নভাবে একটি বৈষম্যমূলক স্থানে অবস্থান করে। এসব গোষ্ঠীকে জাতিগত ভাবে, ভাষার পার্থক্যে, নারী-পুরুষের পরিপ্রেক্ষিত কিংবা বর্ণনানুক্রমে অথবা খুব সহজভাবে তারা কি উত্তরে, দক্ষিণে কিংবা পূর্বে, পশ্চিমে বাস করে এসবের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এ-জাতীয় জনগোষ্ঠীর বিবিধ উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে, বিশ্বব্যাপী এ ধরনের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী হচ্ছে নারী। প্রতিটি স্থানে নারী-পুরুষের বৈষম্য সবচেয়ে সুপ্রোথিত বৈষম্যের একটি, যেহেতু এ বৈষম্য বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেককে প্রভাবিত করে, সুতরাং এ অসমতা মানব উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতাসমূহের একটি।

নারী-পুরুষের বৈষম্য একটি জটিল এবং এর অগ্রগতি কিংবা অধোগতি স্থান থেকে স্থানে কিংবা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভিন্নতর। #MeToo Movement বা #Menos Movement-এর কারণে এ বিষয়ে সচেতনতা অনেক বেড়েছে। কারণ, এ-জাতীয় আন্দোলন নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ওপরে আলোকপাত করেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরণের মতো কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে বিশ্বব্যাপী বালিকারা ক্রম অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু এসব ন্যূনতম মৌলিক বিষয়ের ওপরে বড় কম বিষয় রয়েছে, যেগুলো গুণকীর্তন করা যায়। গৃহাভ্যন্তরে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা রাজনীতিতে নারী ও পুরুষ যেভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সে ক্ষেত্রে অসমতা এখনো সুতীব্র। গৃহাভ্যন্তরে মজুরিবিহীন সেবাকর্মের ক্ষেত্রে নারী এখনো পুরুষের চেয়ে

চিত্র ৯

অসমতা, ক্ষমতার অপ্রতিসাম্য ও সুশাসনের কার্যকারিতা

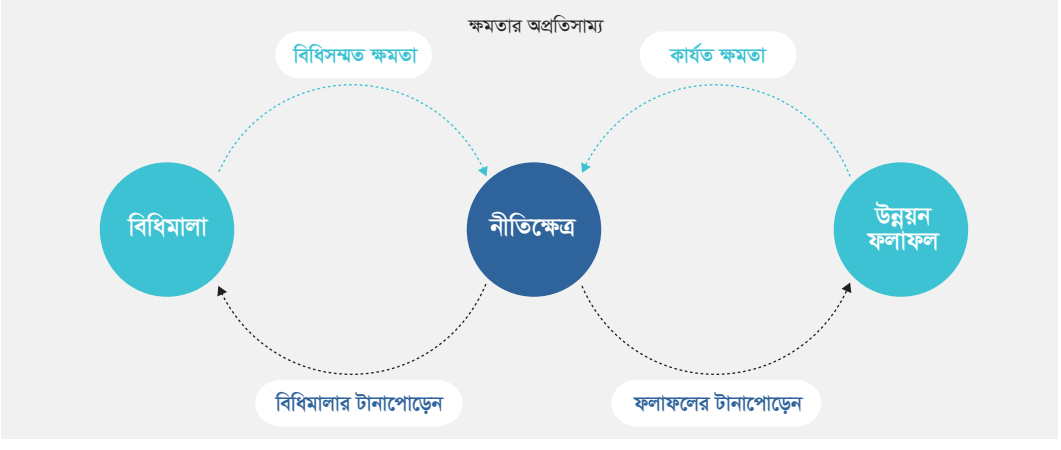

টীকা: বিধিমালায় আনুষ্ঠানিক বিধি ও অনানুষ্ঠানিক (রীতিনীতি) বিধি উভয়েই রয়েছে। উন্নয়ন ফলাফল নিরাপত্তা প্রবৃদ্ধি ও সাম্যের নির্দেশক
উৎস: বিশ্বব্যাংক ২০১৭

তিন গুণ বেশি কাজ করে এবং যদিও বহু দেশে নারী ও পুরুষ সমভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তবু উচ্চতর রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অসাম্য বিদ্যমান। যত বেশি উচ্চ স্বরে পাওয়া যায়, ততই অসমতার ফারাক এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের ক্ষেত্রে এ অসমতা ৯০ শতাংশ।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও মূল্যবোধ এ-জাতীয় অসমতাকে দীর্ঘায়িত করার আচরণকে উৎসাহিত করে। রাজনীতি এবং ক্ষমতাহীনতা, উভয়েই নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা কিংবা কর্ম ক্ষেত্রে নারীর প্রতিবন্ধকতাসহ সব ধরনের নারী-পুরুষ অসমতাকে প্রভাবিত করে। বর্তমান প্রতিবেদন একটি নতুন সামাজিক রীতিনীতি সূচক তৈরি করেছে, যা বিবিধ মাত্রিকতায় সামাজিক বিশ্বাস ও সামাজিক বিশ্বাসের মধ্যকার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে। বৈশ্বিক দিক থেকে পুরুষদের মধ্যে ১০ জনে ১ জন এবং নারীদের প্রতি ৭ জনে ১ জন নারী-পুরুষের সমতার প্রতি কোনো বিরূপ পক্ষপাত দেখাননি। এ ধরনের বিরূপ পক্ষপাত এক জাতীয় প্রবণতার প্রতিফলন যেসব ক্ষেত্র ক্ষমতাভিত্তিক, সেসব জায়গায় এই পক্ষপাত তীব্রতর, এবং এ ক্ষেত্রে উল্টো আঘাতও এসেছে গত কয়েক বছরে নারী-পুরুষ সমতার বিরুদ্ধে পক্ষপাতসম্পন্ন মানুষের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ১০), যদিও বিভিন্ন দেশে এ-জাতীয় প্রবণতা ভিন্নতর।

প্রধান বক্তব্য ৪ : মানব উন্নয়ন অসমতা নিয়ন্ত্রণ এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মানব উন্নয়ন পরিমাপে একটি পরিবর্তন প্রয়োজন

অসমতা পরিমাপের জন্য বিদ্যমান মান ও অনুশীলন অর্থবহ জনবিতর্ক কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

এ ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হচ্ছে অসমতা বোঝার জন্য শত রকমের পন্থা, এ রকম কয়েকটি পন্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

- বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসমতা (অনুভূমিক অসমতা) (horizontal inequality) রয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অসমতা (উল্লম্ব অসমতা) (vertical inequality) আছে
- বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং দেশাভ্যন্তরে অসমতা রয়েছে এবং এই দুই জাতীয় অসমতার গতিময়তা ভিন্নতর।
- গৃহাভ্যন্তরে অসাম্য বিদ্যমান। উপ-সাহারীয় অঞ্চলভুক্ত ৩০টি দেশ মোটামুটিভাবে তিন-চতুর্থাংশ কম ওজনের নারীর অবস্থান দরিদ্রতম ২০ শতাংশ গৃহস্থালিতে নয় এবং অর্ধেক কম ওজনের নারী দরিদ্রতম ৪০ শতাংশ গৃহের অধিবাসী নয়।

এ-জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের অসমতা নিরূপণ ও গড়ের সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান উপাত্ত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি নতুন প্রজন্ম পরিমাপের প্রয়োজন। একেবারে মৌলিক যেসব উপাত্তের ক্ষেত্রে শূন্যতা রয়েছে, সেখান থেকেই কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। যেমন উন্নয়নশীল বিশ্বে এখনো অত্যাবশ্যকীয় নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে উপাত্ত-শূন্যতা যথেষ্ট। অন্যদিকে আয় ও সম্পদ অসমতা নিরূপণে গত কয়েক বছরে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবু তথ্যের স্বল্পতা ও দৃশ্যমানতার অনুপস্থিতির কারণে উপাত্তের সংকট এসব ক্ষেত্রেও এখনো বিদ্যমান। বর্তমান প্রতিবেদনে উপস্থাপিত নতুন এক সূচকে আয় ও সম্পদ অসমতা বিষয়ে তথ্য লভ্যতার ওপরে যে এক নতুন সূচক বর্তমান প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে দেখা যায় যে, ৮৮টি দেশের সূচক মান ১ বার তার চেয়ে কম (যেখানে সমাপনী পরিসীমা (scale) ১ থেকে ২০ পর্যন্ত ব্যাপৃত)। এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে, বাঞ্ছনীয় দৃশ্যমান তার জন্য যে উপাত্ত প্রয়োজন, তার মাত্র ৫ শতাংশ বা তার চেয়ে কম উপাত্ত প্রকৃতপক্ষে লভ্য।

বহু শিক্ষাবিদ বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি গুটিকয় সরকারের নেতৃত্বের আয় সমতা উপাত্তের নিয়মাবদ্ধ ও তুলনামূলক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সৃজনশীলতার কিছু কিছু পরীক্ষামূলক কাজ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু উপাত্ত উৎসগুলো শুধু আংশিকভাবে সুসংবদ্ধ এবং তার ব্যাপ্তি নিতান্তই সীমিত।

অসমতা পরিমাপের জন্য বিদ্যমান ও অনুশীলন অর্থবহ জনবিতর্ক কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত নয়

চিত্র ১০

নারী-পুরুষের সমতার বিরুদ্ধে পক্ষপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে: ২০০৯ ও ২০১৪ এর মধ্যে নারী-পুরুষের সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে কোনো পক্ষপাত নেই, এমন নারী ও পুরুষের বৈশ্বিক অনুপাত

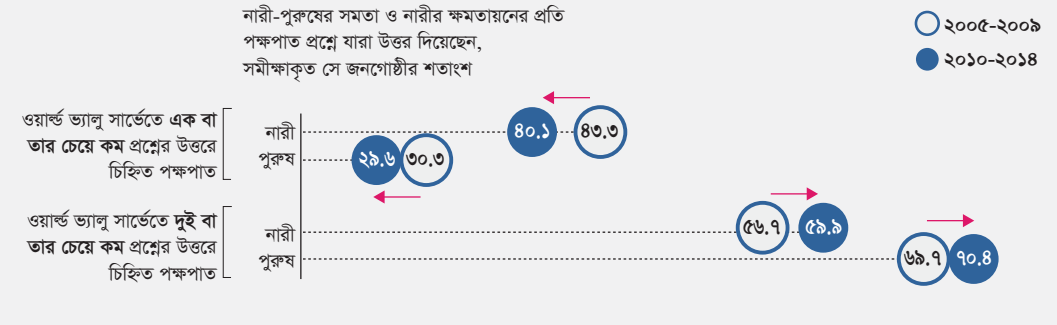

টীকা: ওয়ার্ল্ড ভ্যালু সার্ভে, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশকে অন্তর্ভুক্ত করে, তার ওয়েভ ৫ (২০০৫-২০০৯) ও ওয়েভ ৬ (২০১০-২০১৪) এ ৩২টি দেশ বা ভূখন্ডের একটি সুষম নমুনা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত। সামাজিক রীতিনীতিতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের মতামতের ভিত্তিকে তিনটি মাত্রিকতার: রাজনীতিতে নারী-পুরুষের ভূমিকা (রাজনৈতিক অধিকার থেকে নেতৃত্বের সক্ষমতা), শিক্ষা (একটি বিশ্ববিদ্যালয় সনদের গুরুত্ব), অর্থনীতি (কর্মে নিয়োজনের অধিকার থেকে ব্যবসার কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করার সক্ষমতা), এবং নারীদের শারীরিক সম্পূর্ণতা (অন্তরঙ্গ সাথী কর্তৃক সহিংসতা থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য)

উৎস: Based on data from the World Values Survey.

বণ্টনভিত্তিক জাতীয় আয় (distributional national accounts) নিরূপণের কাঠামো একটি নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এবং এর বহু অনুভূতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। তবু যদি এ কাঠামো দৃশ্যমান হয় এবং একে সঠিক করার প্রয়াস অব্যাহত থাকে, তাহলে এ কাঠামো জাতীয় আয় পরিমাপ, গৃহস্থালি জরিপ এবং প্রশাসনিক উপাত্তকে একটি ব্যাপ্ত লক্ষ্যে সুসংবদ্ধ করতে পারবে। এর ফলে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বিবর্তনের ওপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হবে। আয় ও সম্পদ অসমতার ওপরে একটি সুসংবদ্ধ এ দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক অবদান ও সামাজিক অগ্রগতি পরিমাপের জন্য গঠিত কমিশনের বহু মূল সুপারিশের নিরিখেই গড়ে উঠবে। আয়বৈষম্যের গতিময়তাকে দৃশ্যমান করে যে পরিমাপ গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলের বর্তমান প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়েছে। একটিমাত্র উপাত্ত উৎসের ওপরে নির্ভর করে যে একমাত্রিক একক পরিমাপ বিদ্যমান, তা এ-জাতীয় গতিময়তার পরিমাপক নয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, উপরে উল্লিখিত ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, ইউরোপে ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, তার মূল সুবিধাভোগী ছিল আয় বণ্টনের দীর্ঘতম পর্যায়ে যে গোষ্ঠী রয়েছে (চিত্র-১১)।

এ অসমতার ওপরে সারাংশকৃত পরিমাপসমূহ (synthesized measures) জটিল তথ্যাদিকে একটি সংখ্যায় রূপান্তর করে, তার মানে হচ্ছে– ক্রয় ভিত্তি হচ্ছে কী ধরনের অসমতা গুরুত্বপূর্ণ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাকে উহ্য রাখা। সেই সঙ্গে এ-জাতীয় সংখ্যা হয়তোবা সমাজের চাওয়া না-চাওয়াকেও প্রতিফলিত করে না। অসমতার নানা দিক আছে এবং তার একটিকে বোঝার জন্য গড়ের বাইরে গিয়ে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে বিবেচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন।

মানব উন্নয়নের যেসব ক্ষতিকর অসমতা রয়েছে, তা কিন্তু অনিবার্য নয়, বর্তমান প্রতিবেদনের এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক বক্তব্য

একটি জনগোষ্ঠীর কোনো আনুপাতিক অংশ একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত জীবন পায়। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সমাপন করতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যক্তি, একটি পরিবারের কিংবা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর আপেক্ষিক অবস্থান বদলানোর সম্ভাবনা কতখানি? সারাংশকৃত পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ যখন বণ্টন নিরূপণের জন্য তা যুক্তিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করতে পারে, কিন্তু মানব উন্নয়ন অসমতার ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনায় তার প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সীমিত।

প্রধান বক্তব্য ৫: অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কায়েমি হওয়ার আগেই, এখনই যদি আমরা প্রয়াসী হই, তাহলে অসমতার প্রতিকার করা সম্ভব

মানব উন্নয়নের যেসব ক্ষতিকর অসমতা রয়েছে, তা কিন্তু অনিবার্য নয়। বর্তমান প্রতিবেদনের এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক বক্তব্য। কী প্রকৃতির এবং কোন পর্যায়ে অসমতাকে বরদাশত করা যাবে, সে ব্যাপারে বাছাই ও সিদ্ধান্তের সুযোগ প্রতিটি সমাজেরই আছে। তার মানে এই নয় যে, অসমতার প্রতিকার নিতান্তই সোজা অসমতার প্রতিকারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অসমতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো চিহ্নিতকরণ একান্তই আবশ্যক। এসব শক্তি বহুমাত্রিক ও জটিলতাসম্পন্ন হওয়ায় সম্ভাবনা বেশি এবং এগুলো প্রায়শই বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। যে গোষ্ঠী ক্ষমতার দণ্ড আগলে আছে, তারা সে কাঠামো বদলাতে আগ্রহী নয়।

চিত্র ১১

১৯৮০ থেকে ২০১৯ সাল সময়কালে ইউরোপীয় জনগণের দরিদ্রতম ৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর কর-পরবর্তী আয় প্রায় ৪০ শতাংশ হারে বেড়েছে। যেখানে শীর্ষতম ০.০০১ শতাংশ জনগোষ্ঠীর এ-জাতীর আয় ১৮০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে

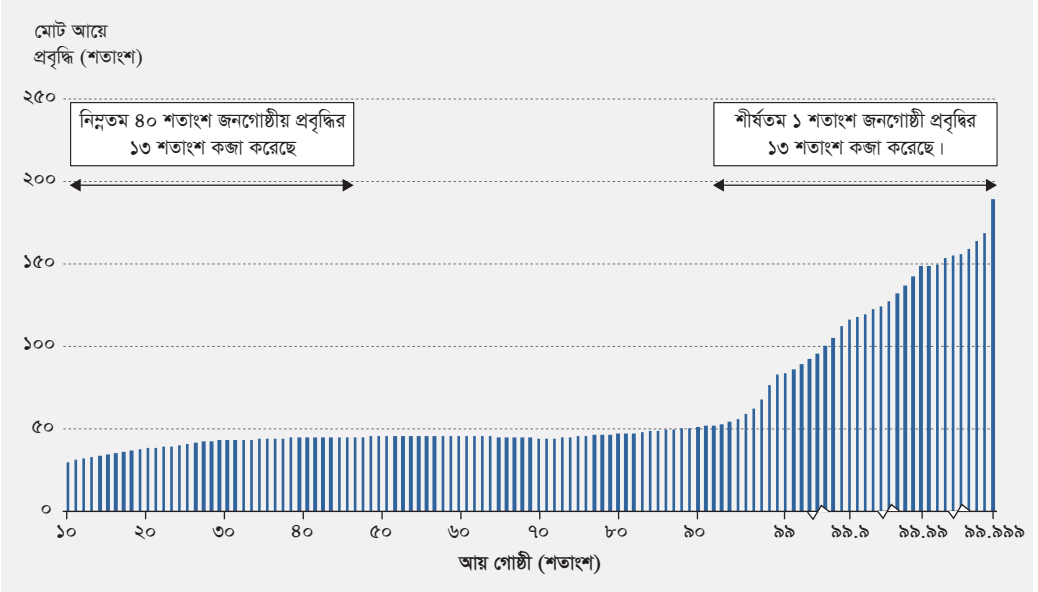

টিকা: অনুভূমিক অক্ষতে ৯০ শতাংশের পরে, মান পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আর গোষ্ঠীর কাঠামো পরিবর্তন সময়ের পরিক্রমায় একই ব্যক্তির গড় প্রতিনিধিত্ব করে না।

উৎস: Blanchet, Chancel and Gethin (2019); World Inequality Database (http://WID.world).

তাহলে কী করা যেতে পারে? একটি দ্বৈত লক্ষ্য নীতি (dual target policies) নিয়ে মানব উন্নয়ন অসমতার প্রতিকারের জন্য বহু কিছু করা যেতে পারে। প্রথমত: বর্ধিত সক্ষমতার মধ্যকার অসমতার সম্প্রসারণকে কমিয়ে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনতম মৌলিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে অসমতার চলমান হ্রাসকে ত্বরান্বিত করা, নারী-পুরুষের মধ্যকার ও গোষ্ঠীভিত্তিক অসমতার (অনুভূমিক অসমতা) অবসান। দ্বিতীয়ত: বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে যৌথভাবে সাম্য ও দক্ষতার প্রসার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, যা কিনা বিস্তৃতভাবে বণ্টিত আয়ে প্রতিফলিত হয়ে আয় অসমতার প্রতিকার করবে। এ দুই ধরনের নীতিমালা পরস্পর নির্ভরশীল। যেসব নীতিমালা আয় ছাড়িয়ে অন্যান্য সক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায়, যেমন– স্বাস্থ্য, সুবিধা বা শিক্ষা সুযোগ, সরকারি খাতে তার অর্থায়নের জন্য করের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে সামগ্রিক সম্পদের লভ্যতা আসার বিষয়টি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা কিনা জনগণের সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। এ দুই রকমের নীতিমালাই একটি ইতিবাচক নীতিচক্রের মাধ্যমে পরস্পরকে বদ্ধ করে (চিত্র ১২)।

সাম্য ও দক্ষতার ক্ষেত্রে একই সময়ে অগ্রগতি সম্ভব Anti-trust নীতিমালাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাজার, শক্তিকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতাকে খর্ব করে, প্রতিযোগিতার ভিত্তিকে সমতলীয় করে এবং দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটায়, ফলে আর কেন্দ্রীভূত করার অন্যতম শক্তি খাজনাকে খর্ব করে সাম্যভিত্তিক ফলাফল ত্বরান্বিত হয়।

একটি একক পন্থার চেয়ে একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা আয়, সম্পদ কিংবা ভোগের ওপরে আরোপিত কর অসমতার প্রতিকারে বিরাট ভূমিকা পালন করে

কর সম্পদ আহরণ করে যা দিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা শিক্ষার মতো মুখ্য কিছু সরকারি সেবা উন্নয়ন সম্ভব। সেই সঙ্গে সামাজিক বীমারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর ফলে আয় বণ্টনের নিচে বা মাঝামাঝি জায়গায় যারা আছে, তারা উপকৃত হবে।

কর-পরবর্তী বা সরকারের কাছে সম্পদ স্থানান্তরের পরে আয়-অসমতা হ্রাস পায়, কিন্তু পুনর্বণ্টনের প্রভাব নানান প্রেক্ষাপটে ভিন্নতর হয়। বাছাইকৃত উন্নত দেশে ও উপাত্তের দিকে তাকিয়ে দেখা গেছে যে, কর ও সম্পদ স্থানান্তরের ফলে কর-পরবর্তী ও কর-পূর্ববর্তী উপাত্ত তুলনা করলে দেখা যায়, 'জিনি সহগ' ১৭ মান কমে গেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে তুল্য হ্রাসের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৪ মান (চিত্র-১৩)।

একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ কর ও সম্পদ স্থানান্তরের উপায়ে গিয়ে (বাজার-পরবর্তী নীতিমালা) মানুষ যখন শ্রমবাজারে কাজ করছে (বাজার-মধ্য নীতিমালা) তখনকার অসমতাকে পরীক্ষা করে দেখা এবং সেই সঙ্গে কাজ শুরু করার আগে (বাজার-পূর্ব) অসমতা বিশ্লেষণ করা।

বাজার-মধ্য নীতিমালা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে সমতলীয় করতে পারে, বাজার ক্ষমতা সম্পর্কিত নীতিমালা, উৎপাদনশীল পুঁজিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবেশ সুযোগ, যৌথ দর-কষাকষি ও ন্যূনতম মজুরি প্রভাবান্বিত করে যে কীভাবে উৎপাদনের সুফল বণ্টনকৃত হয়। সমভাবে প্রাসঙ্গিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসুবিধায় শিশুকালে সুযোগের সমতাকরণ (বাজার-পূর্ব নীতিমালা) নিশ্চিত করার নীতিসমূহ একই সঙ্গে বাজার-পরবর্তী নীতিমালাও (যেমন– আয় ও সম্পদ কর, সরকারিভাবে সম্পদ স্থানান্তর ও সামাজিক নিরাপত্তা) গুরুত্বপূর্ণ। বাজার-পূর্ব নীতিমালার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, শিশুকালের গোড়ার দিকে যখন অসমতা হ্রাসকারী ব্যবস্থাদি স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্থানীয় উন্নয়নকে সহায়তা করতে পারে এবং সেই সঙ্গে বিনিয়োগের ওপর বিরাট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে। তার মানে এই নয় যে, প্রতিটি সুনীতি অসমতা হ্রাস করতে পারে এবং কল্যাণ বর্ধিত করতে পারে। যে কারণে আগেই বলা হয়েছে যে, নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের নানা উন্নয়ন অর্জনের প্রক্রিয়ার ফলে অসমতা বাড়তে পারে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, হয় প্রক্রিয়া অসমতা বাড়ায়, সেটা নিজে পক্ষপাতদুষ্ট বা ন্যায্য কি না।

সাম্য ও দক্ষতার ক্ষেত্রে একই সময়ের অগ্রগতি সম্ভব

চিত্র ১২

মানব উন্নয়ন অসমতা প্রতিকারের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের একটি কাঠামো

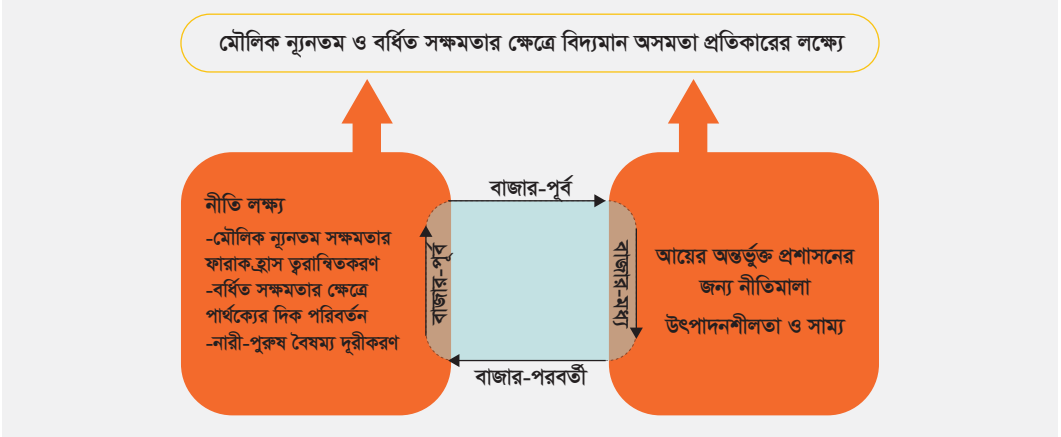

উৎস: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিস

বর্তমান প্রতিবেদনের নারী-পুরুষ সমতাবিষয়ক আলোচনায় দেখা যায়, যেসব ক্ষেত্র অতীত রাজনীতি সম্পৃক্ত, প্রতিক্রিয়াও সেখানেই বেশি। এর ফলে নারী-পুরুষ সমতার মৌলিক নীতিগুলোর বিরুদ্ধেই একটি নেতিবাচক প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে পারে

চিত্র ১৩

পুনর্বণ্টিত প্রত্যক্ষ কর ও অর্থ হস্তান্তর উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির (emerging economies) মধ্যে ব্যয়ক্ষম আয়ের মধ্যকার প্রায় সব

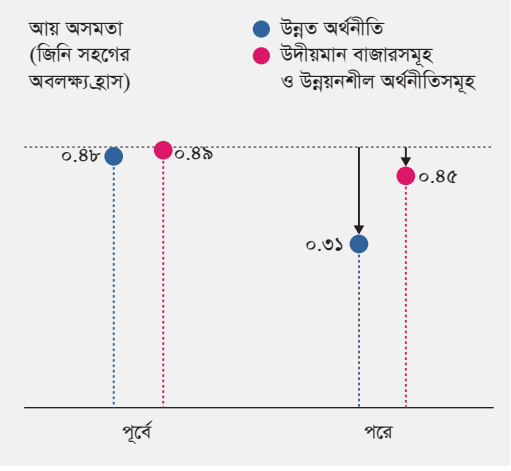

উৎস: আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার (২০১৭ এ) ভিত্তিক

পরিবর্তনের জন্য প্রণোদনা

ন্যূনতম মৌলিক কিংবা বর্ধিত উভয় সক্ষমতায় বিদ্যমান ফারাক কমিয়ে আনার জন্য কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে সম্পদ যদি সহজলভ্য ও হয়, সমতার হ্রাসকরণে, চূড়ান্ত বিচারে, একটি সমাজ সম্পৃক্ত ও রাজনৈতিক চয়ন আবশ্যক। ইতিহাস, অনুষঙ্গ ও রাজনীতির একটি ভূমিকা আছে। এ বিষয়ে সেসব সামাজিক রাজনীতি বৈষম্যও সৃষ্টি করে, তার পরিবর্তন সুকঠিন, সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন থাকলেও সামাজিক রীতিনীতি ফলাফল সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান প্রতিবেদনে নারী-পুরুষ সমতাবিষয়ক আলোচনায় দেখা যায়, যেসব ক্ষেত্র অতি রাজনীতিতে, প্রতিক্রিয়াও যেখানে বেশি, এর ফলে নারী-পুরুষ সমতার মৌলিক নীতিগুলোর বিরুদ্ধেই একটি নেতিবাচক প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে পারে। যেসব গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের সম্পর্কে গতানুগতিক মনোভাব এবং তাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে ওঠার জন্য সুব্যক্ত নীতিমালা অসমতা দূরীকরণের মৌলিক ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার।

অসমতা প্রতিকারের রাজনৈতিক অর্থনীতি বেশ সুকঠিন হতে পারে। সরকারি সেবাসমূহ পরিবর্তন উচ্চ থেকে নিম্নগামী হয়। ওপরে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ ওপর থেকে নিচে প্রলম্বিত করে (চিত্র ১৪)। কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই সুবিধাভোগী, অন্যদের জন্য সুবিধা বর্ধনের উৎসাহ তাদের কমই থাকবে, বিশেষ করে তাতে যদি সেবাদান পড়তির দিকে যায়, নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী পরিবর্তনও ঘটতে পারে। যেমন– আয়ের বর্ধন, আয় নিচে অবস্থানকারী কোনো পরিবার বিনা মূল্যে বা ভর্তুকিনির্ভর সেবা পাবে। কিন্তু উচ্চতর আয়সম্পন্ন গোষ্ঠী এ ব্যবস্থাকে বাধা দিতে পারে, যদি তারা এ-জাতীয় সেবা কদাচিৎ ব্যবহার করে থাকে। তৃতীয়ত, পথটি হচ্ছে পরিবর্তনের জন্য মধ্যম ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যেখানে মধ্যম গোষ্ঠীতেই, যারা দরিদ্রতম নয়, কিন্তু ভঙ্গুর, তাদের প্রতিই মূল মনোযোগ দেওয়া হয়। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, নিম্ন মজুরিপ্রাপ্ত অ-আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক। এ জায়গায় সেবার পরিধি ওপরে বা উভয় ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে। আস্তে আস্তে সেবার মান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ আয়ের গোষ্ঠীসমূহও এতে অংশগ্রহণ করতে চাইবে এবং সেবার পরিধি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছার ব্যাপারটিও সমর্থন করবে।

চিত্র ১৪

অসম বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে বাস্তব সর্বজনীনতার (practical universalities) জন্য গৃহীত কৌশলসমূহ

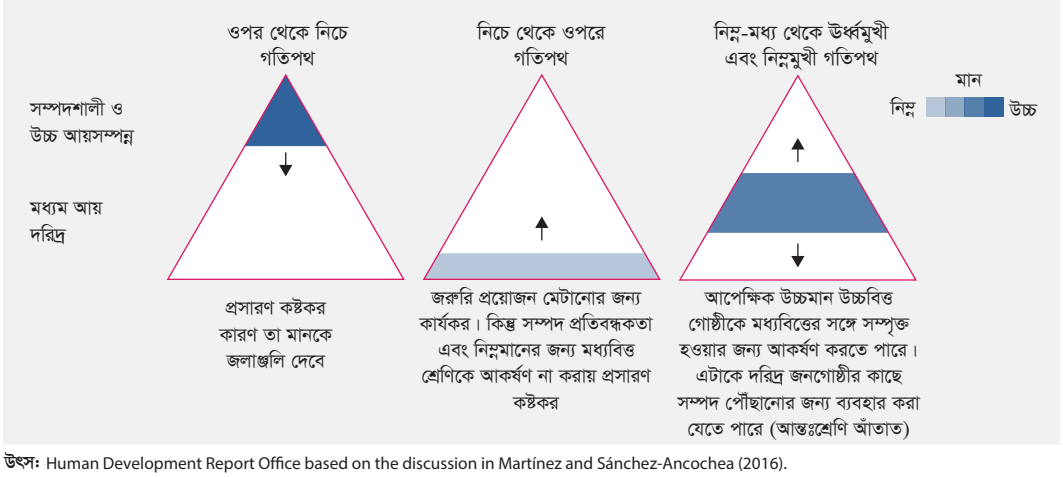

উৎস: Human Development Report Office based on the discussion in Martínez and Sánchez-Ancochea (2016).

উন্নত দেশসমূহে সামাজিক নীতিসমূহ বজায় রাখার ব্যাপারে একটি বড় বাধা হচ্ছে বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর কাছে সেবা সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ। তার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিও রয়েছে। কিন্তু এ-জাতীয় সুবিধা ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে। বিভিন্ন উন্নত দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি মনে করে যে, আয়, নিরাপত্তা ও ব্যয়সাধ্য মান-সম্মান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধার ক্ষেত্রে তারা ক্রমান্বয়ে পেছনে পড়ে আছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বড় বাধা হচ্ছে এখনো ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য সামাজিক নীতিসমূহের ঘনীভূতকরণ। উন্নয়নশীল কোনো কোনো দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যেসব সেবা-সুবিধা পায়, তার তুলনায় অনেক বেশি ব্যয় করে এবং প্রায়শই তাদের মনে হয় যে, প্রান্তিক সুবিধার মান উন্নত নয়। সুতরাং তারা বেসরকারি খাতে লক্ষ্য সেবা প্রদানকারীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। উন্নয়নশীল বিশ্বের কোনো কোনো দেশে ১৯৯০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিদ্যালয়ে গমনকারী ছাত্রের সংখ্যা ১২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ শতাংশ হয়েছে।

একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, উচ্চতম পর্যায়ের গোষ্ঠীসমূহের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ। যদিও উচ্চতম পর্যায়ে অল্পসংখ্যক মানুষের অধিষ্ঠান, তারা কিন্তু সেবা বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়ায় বাধা দিতে পারে। আর তদবির, রাজনৈতিক প্রচারণার অর্থ প্রদান, গণমাধ্যমে প্রভাব বিস্তার এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার ইত্যাদি নানান উপায়ে তারা কার্যক্রম গ্রহণকে নষ্ট করে দিতে পারে।

বৈশ্বায়নের ফলে জাতীয় নীতিমালা দেশীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, নানান প্রতিষ্ঠান, নিয়ম ও ঘটনা দ্বারা বর্ধিত হয়। এ বর্ধিত প্রক্রিয়ায় বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ওপর, কর কমানো কিংবা শ্রমস্বার্থের মানকে শিথিল করার জন্য পরিমাপের চাপ দেওয়া হয়। বর্তমানে বহু বড় যন্ত্রনির্ভর তথ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর অধিক্ষেত্রে কাজ করছে। প্রায়শই এসব জায়গায় আন্তঃঅধিক্ষেত্র সহযোগিতার অভাব থাকে। ফল, অপর্যাপ্ত তথ্য এবং কর ফাঁকি। এসব ক্ষেত্রে জাতীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক যৌথ কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন।

পরবর্তী পদক্ষেপ

মানব উন্নয়ন কাঠামো অসমতার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরও জন্ম দিয়েছে– কেন অসমতা গুরুত্বপূর্ণ, কী করে তারা আত্মপ্রকাশ করে এবং অসমতার প্রতিকারে কী করা যেতে পারে ইত্যাদি। এর সবই ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করে। কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণে যত দেরি হবে, মানব উন্নয়ন অসমতা দূরীকরণের সুযোগ ততই সংকুচিত হয়ে আসবে। কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায় অসাম্য শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হবে। এবং এর ফলে অসমতা আরও বেড়ে যেতে পারে। সে পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্য অনুষঙ্গ সম্পৃক্ত, অসমতার প্রকৃতি এবং তার আপেক্ষিক গুরুত্ব দেশ থেকে দেশান্তরে ভিন্নতর হয়। সুতরাং অসমতা ব্যবস্থা গ্রহণও দেশে দেশে ভিন্ন হবে। অসমতা প্রতিকারে কোনো একক ব্যবস্থা নেই এবং অসমতা প্রতিকারের একটি পন্থা সর্বজনীনভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য নয়। তবু সব দেশে অসমতা প্রতিকারের নীতিমালার দুটি প্রবণতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে যে, প্রবণতা সর্বত্র মানব উন্নয়ন অসমতাকে প্রভাবিত করছে; জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্রুততর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব উন্নয়ন অসমতা

অসমতা ও জলবায়ু সংকট পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, এ সংযুক্তি নির্গমন থেকে শুরু করে নীতি প্রদান ও সহন সক্ষমতা পর্যন্ত বিস্তৃত। উচ্চতর মানব উন্নয়ন দেশসমূহে মাথাপিছু বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হার ও তাদের পরিবেশগত পদস্থান (ecological footprints) বেশি (চিত্র-১৫)।

শস্যহানি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভিন্নতা জলবায়ু পরিবর্তন মানব উন্নয়নের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। ২০৩০ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অপুষ্ট, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ও অতি উত্তাপ জটিলতার কারণে প্রতিবছর মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। ২০৫০ সাল নাগাদ লাখ লাখ মানুষ অতি উত্তাপের শিকার হবে। রোগ প্রাদুর্ভাবের ব্যাপ্তি বিস্তৃত ও পরিবর্তিত হবে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর বাহক মশককুল।

মানুষের ওপরে এসব সংকটের সামগ্রিকতা নির্ভর করবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কতখানি এসব সংকটের মুখোমুখি এবং তাদের ভঙ্গুরতা কতটুকু। একটি দুষ্টচক্রের মাধ্যমে এ দুটি কারণই অসমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত জলবায়ু পরিবর্তন উত্তাপবিষয়ক কারণগুলোকেই বেশি আঘাত করবে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের একাধিক দেশই বিষুবীয়। তবু জলবায়ু পরিবর্তন ও তীব্র আবহাওয়া সংকটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং দরিদ্র দেশসমূহ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা অনেক কম। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফারাককে আরও সুগভীর করবে।

আরও অনেক দিকে নেতিবাচক প্রভাবের সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। যেমন– কোনো কোনো অসমতা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রতিকার ব্যবস্থা সুকঠিন করে তুলবে। দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ আয় বঞ্চিমতা নতুন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ দুঃসাধ্য করে তুলতে পারে। কার্বন নির্গমনের পক্ষে ও বিপক্ষে যারা যুক্তি দেখাচ্ছেন, তাদের মধ্যকার ক্ষমতা ভারসাম্যকেও অসমতা প্রভাবিত করতে পারে। যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে বিরোধী, তাদের স্বার্থের সঙ্গে উচ্চতর সম্পদ গোষ্ঠীর আরও কেন্দ্রীভূতকরণের সহাবস্থান সম্ভব।

আরও এক দিক দিয়ে মানব উন্নয়ন অসমতা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মুখ্য। এ-জাতীয় অসমতা জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিকার ব্যবস্থাকে শ্লথ করে দেয়। কারণ, উচ্চতর অসমতার কারণে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও আন্তঃরাষ্ট্র কাঠামোর যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ কষ্টকর হয়ে পড়ে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ অনিবার্য।

এতৎসত্ত্বেও একই সঙ্গে অর্থনৈতিক অসমতা ও জলবায়ু

মানব উন্নয়ন কাঠামো অসমতার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে– কেন অসমতা গুরুত্বপূর্ণ, কী করে তারা আত্মপ্রকাশ করে এবং অসমতার প্রতিকারে কী করা যেতে পারে ইত্যাদি। আর এসব পাকা পোক্ত পদক্ষেপের গ্রহণে সহায়তা করে

চিত্র ১৫

পরিবেশগত পদস্থান মানব উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়

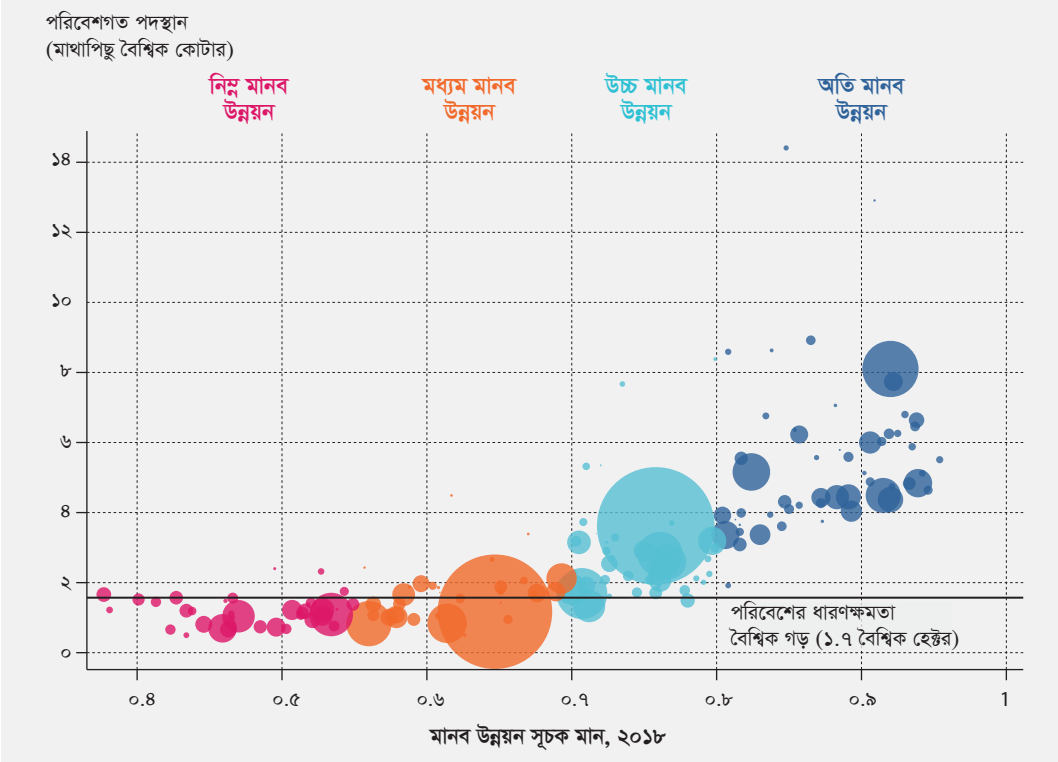

টীকা: বৈশ্বিক পরিবেশগত পদস্থান আন্তঃউপাত্তভিত্তিক ১৭৫ দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৮র ১৭ই জুলাই এ উপাত্ত ভিত্তি ব্যবহার করা হয়েছে (www.footprintnetwork.org/resources/data/; accessed 17 July 2018) পরিবেশগত পদস্থানকে এ প্রতিবেদনে নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি দেশ কতখানি ভোগ করে এবং তা থেকে উদ্বৃত্ত বর্জ্য আত্মস্থ করার জন্যে দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে তাকে যতখানি উৎপাদন করতে হয়। তার জন্য যতখানি ভূমি ও জল প্রয়োজন হয়, তার মাথাপিছু পরিমাণই হচ্ছে পরিবেশগত পদস্থানের পরিমাপক।

উৎস: Cumming and von Cramon-Taubadel 2018.

কার্বন নির্গমন হ্রাসের পক্ষে-বিপক্ষে যারা যুক্তি দেখাচ্ছেন, তাদের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্যকে অসমতা প্রভাবিত করতে পারে। যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী, তাদের স্বার্থের সঙ্গে উচ্চতর সম্পদ গোষ্ঠীর আয় কেন্দ্রীভূতকরণের সহাবস্থান সম্ভব

সংকট প্রতিকারেও নানান পথ আছে। এসব পন্থা অবলম্বন করে বহু দেশ অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম মানব উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। কঠিন মূল্যায়ন এ রকম একটি পন্থা। জ্বালানির উচ্চতর মূল্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপরে সবচেয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। এসব জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে কঠিন মূল্যায়ন ফলে উদ্ভূত অনিবার্য যে অসমতার সৃষ্টি হয়, তার প্রতিকার সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে এ-জাতীয় কৌশলের নানান প্রতিবন্ধকতা আছে। কারণ, ব্যাপারটি শুধু অর্থের পুনর্বণ্টন নয়। এর বাইরেও একাধিক বিস্তৃত সামাজিক নীতিমালা মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সহায়তা করার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন ও অসমতাকে একই সঙ্গে প্রতিকারে প্রয়াসী হয়। অন্তর্ভুক্ত বজায়ক্ষম মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর সুচয়নে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা আছে।

মানব বিকাশের অসমতা হ্রাস করার জন্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধন করা

মানব উন্নয়ন অসমতা নিরসনে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ব্যবহার ইতিহাসের ধারায় মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন চাকা থেকে মাইক্রোচিপ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনশীলতা এক বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এবং খুব সম্ভবত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই সমৃদ্ধির ধারাকে বজায় রাখবে।

এ পরিবর্তন উৎপাদনশীলতার প্রসারকে আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে যাবে এবং আশা করা যায় যে এর ফলে আরও বজায়যোগ্য উৎপাদন ও ভোগকাঠামোয় আমাদের উত্তরণ সম্ভব হবে।

কিন্তু ভবিষ্যতে এ পরিবর্তনের ব্যাপ্তি কী হবে এবং উদ্ভাবনশীলতার সুফল কী করে বণ্টিত হবে? কী করে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন শ্রমবাজারের স্বরূপ বদলে দেবে, সে সম্পর্কে আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়তো বর্তমানে মানুষ যেসব কাজ করছে, তা করতে শুরু করে মানুষের স্থান দখল করে নেবে।

অতীতেও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন স্থিতিনাশক (disruptive) হয়েছে এবং অতীত থেকে বহু কিছু শিক্ষণীয় আছে। একটি মুখ্য শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, প্রধান প্রধান স্থিতিনাশক কর্মকাণ্ডে নিশ্চিত এগুলো সবার জন্যই মঙ্গলজনক হবে এবং এটা নিশ্চিতভাবে করতে হলে সম্ভবত একই প্রকৃতির উদ্ভাবনী নীতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত প্রসারের বর্তমানের প্রবাহের জন্য অন্যান্য পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে আরও শক্তিশালী বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ আইন ও নীতিমালার উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এসব কাঠামো উপাত্তের ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এসব বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বড় ভূমিকা

রাখতে পারে।

শিল্পবিপ্লব মানবতাকে অভূতপূর্ব কল্যাণের পথে নিয়ে গেছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এ বিপ্লব বিরাট অসাম্যের সৃষ্টি করেছে। ফলে শিল্পায়িত সমাজ অশিল্পায়িত সমাজ থেকে বিভক্ত হয়ে গেছে। যেটা এ সময়ে ভিন্নতা সম্ভবত ইতিহাসে এই প্রথম যে বর্তমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে যেকোনো জায়গা থেকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবু এ নতুন সুযোগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশে দেশে ফারাক বেশ বড়। অসমতা ও মানব উন্নয়ন উভয়ের জন্যই এর প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত বেশি।

প্রযুক্তির পরিবর্তন কোনো একটি শূন্যতার মধ্যে জন্ম নেয় না, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া এর প্রকৃতি গঠনকে প্রভাবিত করে। এটা নানান কর্মকাণ্ডের একটি ফলাফল। নীতিনির্ধারকেরা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের দিক নির্দেশনাকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যাতে মানব উন্নয়নের প্রসার ঘটে। যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বহু মানব কর্মকাণ্ডের জায়গা করে নেবে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে এটা মানুষের কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি করে মানব শ্রমের জন্য নতুন চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে কিছু ইতিবাচক প্রভাবের সৃষ্টি হবে, যা অসমতাকে কমিয়ে আনতে পারে (চিত্র ১৬)।

একবিংশ শতাব্দীতে মানব উন্নয়নঅসমতা নিরসনের লক্ষ্যে

অসমতার প্রতিকার সম্ভব–এটাই বর্তমান প্রতিবেদনের যুক্তি। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, কাজটি নিতান্ত সোজা নয়। এর জন্য প্রয়োজন তিনটি বিষয় বোঝার– মানব উন্নয়নের জন্য কোন কোন অসমতা গুরুত্বপূর্ণ, সেসব অসমতার প্রকৃতি কেমন এবং তাদের চালিকা শক্তি কী কী যে অসমতা পরিমাপগুলোই অসমতাভিত্তিক এবং যেহেতু এসব পরিমাপ অসমতা সৃষ্টিকারী অন্তর্নিহিত কারণগুলো স্বচ্ছভাবে দেখতে পারে না, তাই এসব পরিমাপ যথার্থ নয়। অসমতা বর্তমানের গতানুগতিক পরিমাপকগুলো অপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর, এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য প্রতিবেদনটি সবাইকে আহ্বান জানায়। সুতরাং আয় ছাড়িয়ে, গড় পেরিয়ে এবং সারাংশকৃত একক পরিমাপ পেরিয়ে অসমতার বহুমাত্রিক পরিমাপের মূল্যের পক্ষে বর্তমান প্রতিবেদন যুক্তি উপস্থাপন করে।

বিশ্বব্যাপী বহু জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মানব উন্নয়ন অর্জন করেছে; যে অভাবিত অগ্রগতির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে, তা উদ্‌যাপিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যেসব নীতি কৌশলের ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে শুধু তার ক্রমানুগতা (continuation) পর্যাপ্ত নয়। বহু মানুষ এখনো পেছনে পড়ে আছে। সেই সঙ্গে বহু

প্রযুক্তিগত প্রসারের বর্তমান প্রবাহের জন্য বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন ও নীতিমালার দরকার হবে। তার মাধ্যমে উপাত্ত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে

চিত্র ১৬

প্রযুক্তি বহু কর্মকেই নিশ্চিহ্ন করবে, কিন্তু অনেক নতুন কাজের জন্ম দেবে

উৎস: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিস

মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং শুধু ন্যূনতম মৌলিক সক্ষমতাগুলোর মধ্যকার অসমতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সামাজিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। বর্তমানকে পেরিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, সামনের দিকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যাতে নতুন ধরনের অসমতাকে চিহ্নিত করা যায় এবং সেগুলোর প্রতিকার করা যায়। এসব অসমতার গুরুত্ব ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর এ ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে।

এসব নতুন অসমতার প্রতিকার নীতিকৌশলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। বর্তমান প্রতিবেদন কখনোই দাবি করছে না যে, কোনো এক প্রস্থ নীতিকৌশলই (one set of policies) সর্বত্র কার্যকর হবে। কিন্তু এ প্রতিবেদন যুক্তি প্রদর্শন করেছে যে অসমতা প্রতিকারের নীতিকৌশলগুলোকে অসমতার বাহ্যিক সমস্যাগুলো পেরিয়ে তার অভ্যন্তরীণ অন্তর্নিহিত কার্যকারণগুলোর (underlying drivers) কাছে পৌঁছাতে হবে। এই চালিকা শক্তিগুলোকে প্রভাবিত করতে হলে আজকের নীতি লক্ষ্যসমূহের পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তকরণ হারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে সব বয়সে, বিশেষ করে প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। ২০৩০ সালের বজায়ক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এ-জাতীয় বহু আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করে।

বহু অসমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ক্ষমতার অসাম্য। এ অসাম্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নীতিকৌশলের একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর আনুপাতিক প্রভাব হ্রাস করার প্রয়োজন হতে পারে। অথবা ভোক্তার সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিযোগিতা সুষম করার কথা নীতিমালার পদক্ষেপ নিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য একটি সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে যে সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে, তার পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। বহু পন্থা একই সঙ্গে সাম্য ও দক্ষতাকে উন্নীত করতে পারে। এটা করা হয় না; কারণ, কায়েমি স্বার্থের ক্ষমতা এর সঙ্গে জড়িত, যেহেতু এসব পরিবর্তন থেকে তাদের সুফলের মাত্রা বড় কম।

> করণীয় কর্মের জন্য এখনো সময় আছে, কিন্তু সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। মানব উন্নয়ন অসমতা প্রতিকারে কী এবং কোনটা করণীয়, চূড়ান্ত বিচারে তা প্রতিটি সমাজের নিজস্ব বিবেচ্য বিষয়

অতএব, অসমতার জন্য নীতিমালা যেমন প্রয়োজন, তেমনি নীতিমালার জন্যও অসমতা প্রাসঙ্গিক। নীতিমালা প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে প্রতিস্থাপন করে মানব উন্নয়ন ধ্যান-ধারণা অসমতা প্রতিকারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচনকারী একটি মুখ্য কাঠামো। এ দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কেন ও কখন অসমতা গুরুত্বপূর্ণ, কেমন করে অসমতা আত্মপ্রকাশ করে এবং কীভাবে এর প্রতিকার সম্ভব। প্রতিটি সমাজকে এই আলোচনা অনতিবিলম্বেই শুরু করা প্রয়োজন।

এটা সত্যি যে, এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের একটি রাজনৈতিক যুক্তি আছে। কিন্তু আরও বিরাট সুগভীর অসমতা শেষ পর্যন্ত সমাজকে একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

করণীয় কর্মের এখনো সময় আছে, কিন্তু সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। মানব উন্নয়ন অসমতা প্রতিষ্ঠায় কী এবং কোনটা করণীয়, চূড়ান্ত বিচারে তা প্রতিটি সমাজের নিজস্ব বিবেচ্য বিষয়। সেই বিবেচনা অত্যন্ত উত্তপ্ত ও সুগঠিত রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে। মানব উন্নয়ন অসমতার নানান মাত্রিকতায় তথ্য উপস্থাপনা, সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেসব তথ্যের বিশ্লেষণ এবং একবিংশ শতাব্দীতে সেসব অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নানান ধ্যান-ধারণায় প্রস্তাবের মাধ্যমে উপর্যুক্ত বিতর্কে অবদান রাখাই বর্তমান প্রতিবেদনের লক্ষ্য।

Notes

1. Sources for most data and factual statements in this overview are included in the Report but are included here where precision or qualifications are important.

2. Estimates for the United States, based on Chetty and others (2016). Kreiner, Nielsen and Serena (2018) argue that these results overestimate life expectancy gaps across different income groups because they ignore income mobility (by their method, the overestimation could be as high as 50 percent), but they also find that these gaps have been increasing over time and that the overestimation is attenuated at higher ages (disappearing completely at age 80). Mackenbach and others (2018) note that health inequalities generally increased in Europe from the 1980s though the late 2000s, with some narrowing in several countries since then.

3. This is discussed in more detail in chapter 2 of the Report.

4. As suggested in UN (2019b), which identified reducing inequalities and promoting capabilities as “entry points” to the transformations needed to achieve the Sustainable Development Goals. See also Lusseau and Mancini (2019), who found that inequalities are a key hurdle in achieving the Sustainable Development Goals across all countries and that reducing them would have compound positive effects on the entire set of Sustainable Development Goals.

5. Also a premise of the Deaton Review, a multiyear project examining inequalities in the United Kingdom (Joyce and Xu 2019).

6. Atkinson 2015.

7. Deaton (2017) has argued that governments often do more to increase inequality than to reduce it.

8. See, for instance, Saad (2019) on fear of climate change and Reinhart (2018) on artificial intelligence and jobs.

9. Sen 1980.

10. Expression used by Angus Deaton to place in perspective the evolution of inequalities (Belluz 2015).

11. To borrow the expression from Deaton (2013a).

12. UNDP and OPHI 2019.

13. Many developing countries lack complete vital registration systems, so the country-level estimates of life expectancy at older ages used in the Report, drawn from United Nations Population Division official statistics, are subject to significant measurement errors and should be interpreted with caution. Still, the dynamic of gaps in life expectancy opening up at older ages is robust to changes in age (it remains valid at age 60), and even though there is some heterogeneity across countries and over time, the same pattern is broadly confirmed within countries, as described in more detail in chapter 1 of the Report.

14. Brown, Ravallion and Van de Walle 2017.

15. Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009a.

মানব উন্নয়ন সূচকসমূহ

	মানব উন্নয়ন সূচক	অসমতা-সমন্বয় এইচ ডি আই			জেন্ডার উন্নয়ন সূচক		জেন্ডার অসমতা সূচক		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক			
	মান	মান	সামগ্রিক ক্ষতি	এইচ ডি আই ক্রম থেকে পার্থক্য	মান	গোষ্ঠী	মান	ক্রম	মান	হেডকাউন্ট (%)	বঞ্চনার প্রবণতা	বছর এবং জরিপ
এইচ ডি আই ক্রম	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০০৭-২০১৮[e]	২০০৭-২০১৮[e]	২০০৭-২০১৮	২০০৭-২০১৮[e]
খুব উচ্চমানের উন্নয়ন												
১ নরওয়ে	০.৯৫৪	০.৮৮৯	৬.৮	০	০.৯৯০	১	০.০৪৪	৫	..	..	..	
২ সুইজারল্যান্ড	০.৯৪৬	০.৮৮২	৬.৮	-১	০.৯৬৩	২	০.০৩৭	১	..	..	..	
৩ আয়ারল্যান্ড	০.৯৪২	০.৮৬৫	৮.২	-৬	০.৯৭৫	২	০.০৯৩	২২	..	..	..	
৪ জার্মানি	০.৯৩৯	০.৮৬১	৮.৩	-৭	০.৯৬৮	২	০.০৮৪	১৯	..	..	..	
৫ হংকং, চীন (এসএআর)	০.৯৩৯	০.৮১৫	১৩.২	-১৭	০.৯৬৩	২	..	..	..	..	..	
৬ অস্ট্রেলিয়া	০.৯৩৮	০.৮৬২	৮.১	-৪	০.৯৭৫	১	০.১০৩	২৫	..	..	..	
৭ আইসল্যান্ড	০.৯৩৮	০.৮৮৫	৫.৭	৪	০.৯৬৬	২	০.০৫৭	৯	..	..	..	
৮ সুইডেন	০.৯৩৭	০.৮৭৪	৬.৭	২	০.৯৮২	১	০.০৪০	২	..	..	..	
৯ সিঙ্গাপুর	০.৯৩৫	০.৮১০	১৩.৩	-১৪	০.৯৮৮	১	০.০৬৫	১১	..	..	..	
১০ নেদারল্যান্ডস	০.৯৩৩	০.৮৭০	৬.৮	২	০.৯৬৭	২	০.০৪১	৪	..	..	..	
১১ ডেনমার্ক	০.৯৩০	০.৮৭৩	৬.১	৪	০.৯৮০	১	০.০৪০	২	..	..	..	
১২ ফিনল্যান্ড	০.৯২৫	০.৮৭৬	৫.৩	৭	০.৯৯০	১	০.০৫০	৭	..	..	..	
১৩ কানাডা	০.৯২২	০.৮৪১	৮.৮	-৪	০.৯৮৯	১	০.০৮৩	১৮	..	..	..	
১৪ নিউজিল্যান্ড	০.৯২১	০.৮৩৬	৯.২	-৪	০.৯৬৩	২	০.১৩৩	৩৪	..	..	..	
১৫ যুক্তরাজ্য	০.৯২০	০.৮৪৫	৮.২	০	০.৯৬৭	২	০.১১৯	২৭	..	..	..	
১৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	০.৯২০	০.৭৯৭	১৩.৪	-১৩	০.৯৯১	১	০.১৮২	৪২	..	..	..	
১৭ বেলজিয়াম	০.৯১৯	০.৮৪৯	৭.৬	৩	০.৯৭২	২	০.০৪৫	৬	..	..	..	
১৮ লিচেনস্টেইন	০.৯১৭	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
১৯ জাপান	০.৯১৫	০.৮৮২	৩.৬	১৫	০.৯৭৬	১	০.০৯৯	২৩	..	..	..	
২০ অস্ট্রিয়া	০.৯১৪	০.৮৪৩	৭.৭	৩	০.৯৬৩	২	০.০৭৩	১৪	..	..	..	
২১ লাক্সেমবার্গ	০.৯০৯	০.৮২২	৯.৫	১	০.৯৭০	২	০.০৭৮	১৬	..	..	..	
২২ ইসরায়েল	০.৯০৬	০.৮০৯	১০.৮	-৩	০.৯৭২	২	০.১০০	২৪	..	..	..	
২৩ কোরিয়া (প্রজাতন্ত্রের)	০.৯০৬	০.৭৭৭	১৪.৩	-৯	০.৯৩৪	৩	০.০৫৮	১০	..	..	..	
২৪ স্লোভেনিয়া	০.৯০২	০.৮৫৮	৪.৮	১১	১.০০৩	১	০.০৬৯	১২	..	..	..	
২৫ স্পেন	০.৮৯৩	০.৭৬৫	১৪.৩	-১৩	০.৯৮১	১	০.০৭৪	১৫	..	..	..	
২৬ চেক প্রজাতন্ত্র	০.৮৯১	০.৮৫০	৪.৬	১২	০.৯৮৩	১	০.১৩৭	৩৫	..	..	..	
২৭ ফ্রান্স	০.৮৯১	০.৮০৯	৯.২	১	০.৯৮৪	১	০.০৫১	৮	..	..	..	
২৮ মাল্টা	০.৮৮৫	০.৮১৫	৮.০	৬	০.৯৬৫	২	০.১৯৫	৪৪	..	..	..	
২৯ ইতালি	০.৮৮৩	০.৭৭৬	১২.১	-৪	০.৯৬৭	২	০.০৬৯	২১	..	..	..	
৩০ এস্তোনিয়া	০.৮৮২	০.৮১৮	৭.২	৯	১.০১৬	১	০.০৯১	২১	..	..	..	
৩১ সাইপ্রাস	০.৮৭৩	০.৭৮৮	৯.৭	১	০.৯৮৩	১	০.০৮৬	২০	..	..	..	
৩২ গ্রিস	০.৮৭২	০.৭৬৬	১২.২	-৫	০.৯৬৩	২	০.১২২	৩১	..	..	..	
৩২ পোল্যান্ড	০.৮৭২	০.৮০১	৮.১	৪	১.০০৯	১	০.১২০	৩০	..	..	..	
৩৪ লিথুয়ানিয়া	০.৮৬৯	০.৭৭৫	১০.৯	-১	১.০২৮	২	০.১২৪	৩৩	..	..	..	
৩৫ সংযুক্ত আরব আমিরাত	০.৮৬৬	..	..		০.৯৬৫	২	০.১১৩	২৬	..	..	..	
৩৬ এন্ডোররা	০.৮৫৭	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
৩৬ সৌদি আরব	০.৮৫৭	..	..		০.৮৭৯	৫	০.২২৪	৪৯	..	..	..	
৩৬ স্লোভাকিয়া	০.৮৫৭	০.৮০৪	৬.২	৮	০.৯৯২	১	০.১৯০	৪৩	..	..	..	
৩৯ লাতভিয়া	০.৮৫৪	০.৭৭৬	৯.১	৩	১.০৩০	২	০.১৬৯	৪০	..	..	..	
৪০ পর্তুগাল	০.৮৫০	০.৭৪২	১২.৭	-৬	০.৯৮৪	১	০.০৮১	১৭	..	..	..	
৪১ কাতার	০.৮৪৮	..	..		১.০৪৩	২	০.২০২	৪৫	..	..	..	
৪২ চিলি	০.৮৪৭	০.৬৯৬	১৭.৮	-১৪	০.৯৬২	২	০.২৮৮	৬২	..	..	..	
৪৩ ব্রুনেই দারুসসালাম	০.৮৪৫	..	..		০.৯৮৭	১	০.২৩৪	৫১	..	..	..	
৪৩ হাঙ্গেরি	০.৮৪৫	০.৭৭৭	৮.০	৮	০.৯৮৪	১	০.২৫৮	৫৬	..	..	..	
৪৫ বাহরাইন	০.৮৩৮	..	..		০.৯৩৭	৩	০.২০৭	৪৭	..	..	..	
৪৬ ক্রোয়েশিয়া	০.৮৩৭	০.৭৬৮	৮.৩	৪	০.৯৮৯	১	০.১২২	৩১	..	..	..	
৪৭ ওমান	০.৮৩৪	০.৭২৫	১৩.১	-৩	০.৯৪৩	৩	০.৩০৪	৬৫	..	..	..	
৪৮ আর্জেন্টিনা	০.৮৩০	০.৭১৪	১৪.০	-৪	০.৯৮৮	১	০.৩৫৪	৭৭	..	..	..	
৪৯ রাশিয়ান ফেডারেশন	০.৮২৪	০.৭৪৩	৯.৯	১	১.০১৫	১	০.২৫৫	৫৪	..	..	..	
৫০ বেলারুশ	০.৮১৭	০.৭৬৫	৬.৪	৬	১.০১০	১	০.১১৯	২৭	..	..	..	
৫০ কাজাখস্তান	০.৮১৭	০.৭৫৯	৭.১	৪	০.৯৯৯	১	০.২০৩	৪৬	০.০০২	০.৫	৩৫.৬	2015 M
৫২ বুলগেরিয়া	০.৮১৬	০.৭১৪	১২.৫	০	০.৯৯৩	১	০.২১৮	৪৮	..	..	..	
৫২ মন্টিনিগ্রো	০.৮১৬	০.৭৪৬	৮.৬	৫	০.৯৬৬	২	০.১১৯	২৭	০.০০২	০.৪	৪৫.৭	2013 M
৫২ রোমানিয়া	০.৮১৬	০.৭২৫	১১.১	২	০.৯৮৬	১	০.৩১৬	৬৯	..	..	..	
৫৫ পালাও	০.৮১৪	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
৫৬ বার্বাডোস	০.৮১৩	০.৬৭৫	১৭.০	-১০	১.০১০	১	০.২৫৬	৫৫	০.০০৯	০.৫	৩৪.২	2012 M
৫৭ কুয়েত	০.৮০৮	..	..		০.৯৯৯	১	০.২৪৫	৫৩	..	..	..	
৫৭ উরুগুয়ে	০.৮০৮	০.৭০৩	১৩.০	০	১.০১৬	১	০.২৭৫	৫৯	..	..	..	
৫৯ তুরস্ক	০.৮০৬	০.৬৭৫	১৬.২	-৮	০.৯২৪	৪	০.৩০৫	৬৬	..	..	..	

এইচ ডি আই ক্রম	মানব উন্নয়ন সূচক	অসমতা-সমন্বয় এইচ ডি আই			জেন্ডার উন্নয়ন সূচক		জেন্ডার অসমতা সূচক		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক			
	মান	মান	সামগ্রিক ক্ষতি	এইচ ডি আই ক্রম থেকে পার্থক্য	মান	গোষ্ঠী	মান	ক্রম	মান	হেডকাউন্ট (%)	বঞ্চনার প্রবণতা	বছর এবং জরিপ
	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০০৭-২০১৮[e]	২০০৭-২০১৮[e]	২০০৭-২০১৮	২০০৭-২০১৮[e]
৬০ বাহামা	০.৮০৫	..	..		..	..	০.৩৫৩	৭৬	..	..	..	
৬১ মালয়েশিয়া	০.৮০৪	..	..		০.৯৭২	২	০.২৭৪	৫৮	..	..	..	
৬২ সেশেলস	০.৮০১	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
উচ্চ মানের উন্নয়ন												
৬৩ সাবিয়া	০.৭৯৯	০.৬৮৫	১৪.৪	-৪	০.৯৭৬	১	০.১৬১	৩	০.০০১[f]	০.০৩[f]	৪২.৫[f]	২০১৪ M
৬৪ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	০.৭৯৯	..	..		১.০০২	১	০.৩২৩	৭২	০.০০২[f]	০.০৬[f]	৩৮[f]	২০১৪ M
৬৫ ইরান (ইসলামী প্রজাতন্ত্রের)	০.৭৯৭	০.৭০৬	১১.৫	৫	০.৮৭৪	৫	০.৪৯২	১১৮	..	..	..	
৬৬ মরিশাস	০.৭৯৬	০.৬৮৮	১৩.৭	০	০.৯৭৪	২	০.৩৬৯	৮২	..	..	..	
৬৭ পানামা	০.৭৯৫	০.৬২৬	২১.২	-১৩	১.০০৫	১	০.৪৬০	১০৮	..	..	..	
৬৮ কোস্টারিকা	০.৭৯৪	০.৬৪৫	১৮.৭	-৭	০.৯৭৭	১	০.২৮৫	৬১	..	..	..	
৬৯ আলবেনিয়া	০.৭৯১	০.৭০৫	১০.৯	৮	০.৯৭১	২	০.২৩৪	৫১	০.০০৩	০.০৭	৩৯.১	২০১৭/২০১৮ D
৭০ জর্জিয়া	০.৭৮৬	০.৬৯২	১২.০	৫	০.৯৭৯	১	০.৩৫১	৭৫	..	..	..	
৭১ শ্রীলঙ্কা	০.৭৮০	০.৬৮৬	১২.১	৪	০.৯৩৮	৩	০.৩৮০	৮৬	..	..	..	
৭২ কিউবা	০.৭৭৮	..	..		০.৯৪৮	৩	০.৩১২	৬৭	..	..	..	
৭৩ সেন্ট কিটস এবং নেভিস	০.৭৭৭	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
৭৪ অ্যান্টিগুয়া এবং বার্বুডা	০.৭৭৬	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
৭৫ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা	০.৭৬৯	০.৬৫৮	১৪.৪	-২	০.৯২৪	৪	০.১৬২	৩৮	০.০০৮[g]	২.২[g]	৩৭.৯[g]	২০১১/২০১১ M
৭৬ মেক্সিকো	০.৭৬৭	০.৫৯৫	২২.৫	-১৭	০.৯৫৭	২	০.৩৩৪	৭৪	০.০২৫[g]	৬.৩[g]	৩৯.২[g]	২০১৬ M
৭৭ থাইল্যান্ড	০.৭৬৫	০.৬৩৫	১৬.৯	-৪	০.৯৯৫	১	০.৩৭৭	৮৪	০.০০৩[f]	০.৮[f]	৩৯.১[f]	২০১৫/২০১৬ M
৭৮ গ্রেনাডা	০.৭৬৩	..	..		..	..	..	..	..	..	..	২০১৫N
৭৯ ব্রাজিল	০.৭৬১	০.৫৭৪	২৪.৫	-২৩	০.৯৯৫	১	০.৩৮৬	৮৯	০.০১৬[f,i,j]	৩.৮[f,i,j]	৪২.৫[f,i,j]	২০১৫ N
৮০ কলম্বিয়া	০.৭৬১	০.৫৮৫	২৩.১	-১৬	০.৯৮৬	১	০.৪১১	৯৪	০.০২০[i]	৪.৮[i]	৪০.৬[i]	২০১৫/২০১৬ D
৮১ আর্মেনিয়া	০.৭৬০	০.৬৮৫	৯.৯	৯	০.৯৭২	২	০.২৫৯	৫৭	০.০০১	০.০২	৩৬.২	২০১৫/২০১৬ D
৮২ আলজেরিয়া	০.৭৫৯	০.৬০৪	২০.৪	-৮	০.৮৬৫	৫	০.৪৪৩	১০০	০.০০৮	২.১	৩৮.৮	২০১২/২০১৩ M
৮৩ উত্তর মেসিডোনিয়া	০.৭৫৯	০.৬৬০	১৩.১	৫	০.৯৪৭	৩	০.১৪৫	৩৬	০.০১০[g]	২.৫[g]	৩৭.৭[g]	২০১১ M
৮৪ পেরু	০.৭৫৯	০.৬১২	১৯.৪	-৫	০.৯৫১	২	০.৩৮১	৮৭	০.০৫৩	১২.৭	৪১.৬	২০১২ D
৮৫ চীন	০.৭৫৮	০.৬৩৬	১৬.১	৪	০.৯৬১	২	০.১৬৩	৩৯	০.০১৬[k,l]	৩.৯[k,l]	৪১.৩[k,l]	২০১৪ N
৮৬ ইকুয়েডর	০.৭৫৮	০.৬০৭	১৯.৯	-৪	০.৯৮০	১	০.৩৮৯	৯০	০.০১৮[f]	৪.৫[f]	৪০.০[f]	২০১৩/২০১৪ N
৮৭ আজারবাইজান	০.৭৫৪	০.৬৮৩	৯.৪	১৩	০.৯৪০	৩	০.৩২১	৭০	..	..	..	
৮৮ ইউক্রেন	০.৭৫০	০.৭০১	৬.৫	২১	০.৯৯৫	১	০.২৮৪	৬০	০.০০১[i]	০.০২[i]	৩৪.৫[i]	২০১২ M
৮৯ ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র	০.৭৪৫	০.৫৮৪	২১.৫	-৮	১.০০৩	১	০.৪৫৩	১০৪	০.০১৫[i]	৩.৯[i]	৩৮.৯[i]	২০১৪ M
৯০ সেন্ট লুসিয়া	০.৭৪৫	০.৬১৭	১৭.২	৪	০.৯৭৫	২	০.৩৩৩	৭৩	০.০০৭[g]	১.৯[g]	৩৭.৫[g]	২০১২ M
৯১ তিউনিসিয়া	০.৭৩৯	০.৫৮৫	২০.৮	-৪	০.৮৯৯	৫	০.৩০০	৬৩	০.০০৫	১.৩	৩৯.৭	২০১১/২০১২ M
৯২ মঙ্গোলিয়া	০.৭৩৫	০.৬৩৫	১৩.৬	১০	১.০৩১	২	০.৩২২	৭১	০.০৪২	১০.২	৪১.৭	২০১৩ M
৯৩ লেবানন	০.৭৩০	..	..		০.৮৯১	৫	০.৩৬২	৭৯	..	..	..	
৯৪ বোতসোয়ানা	০.৭২৮	..	..		০.৯৯০	১	০.৪৬৪	১১১	..	..	..	
৯৫ সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস	০.৭২৮	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
৯৬ জ্যামাইকা	০.৭২৬	০.৬০৪	১৬.৭	৩	০.৯৮৬	১	০.৪০৫	৯৩	০.০১৮[g]	৪.৭[g]	৩৮.৭[g]	২০১৪ N
৯৭ ভেনিজুয়েলা (বলিভিয়ার প্রজাতন্ত্রের)	০.৭২৬	০.৬০০	১৭.৩	১	১.০১৩	১	০.৪৫৮	১০৬	..	..	..	
৯৮ ডোমিনিকা	০.৭২৪	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
৯৯ ফিজি	০.৭২৪	..	..		..	..	০.৩৫৭	৭৮	..	..	..	
১০০ প্যারাগুয়ে	০.৭২৪	০.৫৪৫	২৪.৭	-১৪	০.৯৬৮	২	০.৪৮২	১১৭	০.০১৯	৪.৫	৪১.৯	২০১৬ M
১০১ সুরিনাম	০.৭২৪	০.৫৫৭	২২.৭	-৯	০.৯৭২	২	০.৪৬৫	১১২	০.০৪১[g]	৯.৪[g]	৪৩.৪[g]	২০১০ M
১০২ জর্ডান	০.৭২৩	০.৬১৭	১৪.৭	১১	০.৮৬৮	৫	০.৪৬৯	১১৩	০.০০২	০.০৪	৩৫.৪	২০১৭/২০১৮ D
১০৩ বেলিজ	০.৭২০	০.৫৫৮	২২.৬	-৮	০.৯৮৩	১	০.৩৯১	৯১	০.০১৭	৪.৩	৩৯.৮	২০১৫/২০১৬ M
১০৪ মালদ্বীপ	০.৭১৯	০.৫৬৮	২১.০	-৫	০.৯৩৯	৩	০.৩৬৭	৮১	০.০০৩	০.০৮	৩৪.৪	২০১৬/২০১৭ D
১০৫ টঙ্গা	০.৭১৭	..	..		০.৯৪৪	৩	০.৪১৮	৯৬	..	..	..	
১০৬ ফিলিপাইন	০.৭১২	০.৫৮২	১৮.২	১	১.০০৪	১	০.৪২৫	৯৮	০.০২৪[i]	৫.৮[i]	৪১.৮[i]	২০১৭ D
১০৭ মোলদাভিয়া (প্রজাতন্ত্রের)	০.৭১১	০.৬৩৮	১০.৪	২১	১.০০৭	১	০.২২৮	৫০	০.০০৪	০.০৯	৩৭.৪	২০১২ M
১০৮ তুর্কমেনিস্তান	০.৭১০	০.৫৭৯	১৮.৫	১	..	..	..	..	০.০০১	০.৪	৩৬.১	২০১৫/২০১৬ M
১০৯ উজবেকিস্তান	০.৭১০	..	..		০.৯৩৯	৩	০.৩০৩	৬৪	..	..	..	
১১০ লিবিয়া	০.৭০৮	..	..		০.৯৩১	৩	০.১৭২	৪১	০.০০৭	২.০	৩৭.১	২০১৪ P
১১১ ইন্দোনেশিয়া	০.৭০৭	০.৫৮৪	১৭.৪	৬	০.৯৩৭	৩	০.৪৫১	১০৩	০.০২৮[i]	৭.০[i]	৪০.৩[i]	২০১২ D
১১২ সামোয়া	০.৭০৭	..	..		..	..	০.৩৬৪	৮০	..	..	..	
১১৩ দক্ষিণ আফ্রিকা	০.৭০৫	০.৪৬৩	৩৪.৪	-১৭	০.৯৮৪	১	০.৪২২	৯৭	০.০২৫	৬.৩	৩৯.৮	২০১৬ D
১১৪ বলিভিয়া (বহুজাতিক রাষ্ট্রের)	০.৭০৩	০.৫৩৩	২৪.২	-৬	০.৯৩৬	৩	০.৪৪৬	১০১	০.০৯৪	২০.৪	৪৬.০	২০০৮ D
১১৫ গ্যাবন	০.৭০২	০.৫৪৪	২২.৫	-৪	০.৯১৭	৪	০.৫৩৪	১২৮	০.০৬৬	১৪.৮	৪৪.৩	২০১২ D
১১৬ মিসর	০.৭০০	০.৪৯২	২৯.৭	-৮	০.৮৭৮	৫	০.৪৫০	১০২	০.০১৯[n]	৫.২[n]	৩৭.৬[n]	২০১৪ D
মধ্য মানের উন্নয়ন												
১১৭ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	০.৬৯৮	..	..		..	..	..	..	..	..	..	

এইচ ডি আই ক্রম	মানব উন্নয়ন সূচক	অসমতা-সমন্বয় এইচ ডি আই			জেন্ডার উন্নয়ন সূচক		জেন্ডার অসমতা সূচক		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক			
	মান	মান	সামগ্রিক ক্ষতি	এইচ ডি আই ক্রম থেকে পার্থক্য	মান	গোষ্ঠী	মান	ক্রম	মান	হেডকাউন্ট (%)	বঞ্চনার প্রবণতা	বছর এবং জরিপ
	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০০৭-২০১৮[e]	২০০৭-২০১৮[e]	২০০৭-২০১৮	২০০৭-২০১৮[e]
১১৮ ভিয়েতনাম নাম	০.৬৯৩	০.৫৮০	১৬.৩	৮	১.০০৩	১	০.৩১৪	৬৮	০.০১৯[i]	৪.৯[j]	৩৯.৫[i]	২০১৩/২০১৪ M
১১৯ ফিলিস্তিন, রাজ্য	০.৬৯০	০.৫৯৭	১৩.৫	১৬	০.৮৭১	৫	..	..	০.০০৪	১.০	৩৭.৫৪	২০১৪ M
১২০ ইরাক	০.৬৮৯	০.৫৫২	১৯.৮	৩	০.৭৮৯	৫	০.৫৪০	১৩১	০.০৩৩	৮.৬	৩৭.৯	২০১৮ M
১২১ মরক্কো	০.৬৭৬	..	..		০.৮৩৩	৫	০.৪৯২	১১৮	০.০৮৫[f]	১৮.৬[f]	৪৫.৭[f]	২০১১ P
১২২ কিরগিজস্তান	০.৬৭৪	০.৬১০	৯.৫	২৩	০.৯৫৯	২	০.৩৮১	৮৭	০.০০৮	২.৩	৩৬.৩	২০১৪ M
১২৩ গায়ানা	০.৬৭০	০.৫৪৬	১৮.৫	৪	০.৯৭৩	২	০.৪৯২	১১৮	০.০১৪	৩.৪	৪১.৮	২০১৪ M
১২৪ এল সালভাদোর	০.৬৬৭	০.৫২১	২১.৯	১	০.৯৬৯	২	০.৩৯৭	৯২	০.০৩২	৭.৯	৪১.৩	২০১৪ M
১২৫ তাজিকিস্তান	০.৬৫৬	০.৫৭৪	১২.৫	১২	০.৭৯৯	৫	০.৩৭৭	৮৪	০.০২৯	৭.৪	৩৯.০	২০১৭ D
১২৬ ক্যাবো ভার্দে	০.৬৫১	..	..		০.৯৮৪	১	০.৩৭২	৮৩	..	..	..	
১২৭ গুয়াতেমালা	০.৬৫১	০.৪৭২	২৭.৪	-২	০.৯৪৩	৩	০.৪৯২	১১৮	০.১৩৪	২৮.৯	৪৬.২	২০১৪/২০১৫ D
১২৮ নিকারাগুয়া	০.৬৫১	০.৫০১	২৩.০	১	১.০১৩	১	০.৪৫৫	১০৫	০.০৭৪	১৬.৩	৪৫.২	২০১১/২০১২ D
১২৯ ভারত	০.৬৪৭	০.৪৭৭	২৬.৩	১	০.৮২৯	৫	০.৫০১	১২২	০.১২৩	২৭.৯	৪৩.৯	২০১৫/২০১৬ D
১৩০ নামিবিয়া	০.৬৪৫	০.৪১৭	৩৫.৩	-১৪	১.০০৯	১	০.৪৬০	১০৮	০.১৭১	৩৮.০	৪৫.১	২০১৩ D
১৩১ টিমোর-লেস্টে	০.৬২৬	০.৪৫০	২৮.০	-৫	০.৮৯৯	৫	..	..	০.২১০	৪৫.৮	৪৫.৭	২০১৬ D
১৩২ হন্ডুরাস	০.৬২৩	০.৪৬৪	২৫.৫	০	০.৯৭০	২	০.৪৭৯	১১৬	০.০৯০°	১৯.৩°	৪৬.৪°	২০১১/২০১২ D
১৩৩ কিরিবাতি	০.৬২৩	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
১৩৪ ভুটান	০.৬১৭	০.৪৫০	২৭.১	-৩	০.৮৯৩	৫	০.৪৩৬	৯৯	০.১৭৫[f]	৩৭.৩[f]	৪৬.৮[f]	২০১০ M
১৩৫ বাংলাদেশ	০.৬১৪	০.৪৬৫	২৪.৩	৪	০.৮৯৫	৫	০.৫৩৬	১২৯	০.১৯৮	৪১.৭	৪৭.৫	২০১৪ D
১৩৬ মাইক্রোনেশিয়া (সংযুক্ত রাষ্ট্রসমূহ)	০.৬১৪	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
১৩৭ সাও টম এবং প্রিন্সিপেট	০.৬১০৯	০.৫০৭	১৬.৭	১০	০.৯০০	৫	০.৫৪৭	১৩৬	০.০৯২	২২.১	৪১.৭	২০১৪ M
১৩৮ কঙ্গো	০.৬০৮	০.৪৫৬	২৫.০	২	০.৯৩১	৩	০.৫৭৯	১৪৫	০.১১২	২৪.৩	৪৬.০	২০১৪/২০১৫ M
১৩৯ ইসওয়াতিনী (কিংডম)	০.৬০৮	০.৪৩০	২৯.৩	-৪	০.৯৬২	২	০.৫৭৯	১৪৫	০.০৮১	১৯.২	৪২.৩	২০১৪ M
১৪০ লাও পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক	০.৬০৪	০.৪৫৪	২৪.৯	৩	০.৯২৯	৩	০.৪৬৩	১১০	০.১০৮	২৩.১	৪৭.০	২০১৭ M
১৪১ ভানুয়াতু	০.৫৯৭	..	..		..	..	..	..	০.১৭৪[f]	৩৮.৮[f]	৪৪.৯[f]	২০০৭ M
১৪২ ঘানা	০.৫৯৬	০.৪২৭	২৮.৩	-৩	০.৯১২	৪	০.৫৪১	১৩৩	০.১৩৮	৩০.১	৪৫.৮	২০১৪ D
১৪৩ জাম্বিয়া	০.৫৯১	০.৩৯৪	৩৩.৪	-৬	০.৯৪৯	৩	০.৫৪০	১৩১	০.২৬১	৫৩.২	৪৯.১	২০১৩/২০১৪ D
১৪৪ নিরক্ষীয়া গিনি	০.৫৮৮	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
১৪৫ মিয়ানমার	০.৫৮৪	০.৪৪৮	২৩.২	৩	০.৯৫৩	২	০.৪৫৮	১০৬	০.১৭৬	৩৮.৩	৪৫.৯	২০১৫/২০১৬ D
১৪৬ কম্বোডিয়া	০.৫৮১	০.৪৬৫	২০.১	১২	০.৯১৯	৪	০.৪৭৪	১১৪	০.১৭০	৩৭.২	৪৫.৮	২০১৪ D
১৪৭ কেনিয়া	০.৫৭৯	০.৪২৬	২৬.৩	০	০.৯৩৩	৩	০.৫৪৫	১৩৪	০.১৭৮	৩৮.৭	৪৬.০	২০১৪ D
১৪৮ নেপাল	০.৫৭৯	০.৪৩০	২৫.৮	৩	০.৮৯৭	৫	০.৪৭৬	১১৫	০.১৪৮	৩৪.০	৪৩.৬	২০১৬ D
১৪৯ অ্যাঙ্গোলা	০.৫৭৪	০.৩৯২	৩১.৮	-২	০.৯০২	৪	০.৫৭৮	১৪৪	০.২৮২	৫১.১	৫৫.৩	২০১৫/২০১৬ D
১৫০ ক্যামেরুন	০.৫৬৩	০.৩৭১	৩৪.১	-৬	০.৮৬৯	৫	০.৫৬৬	১৪০	০.২৪৩	৪৫.৩	৫৩.৫	২০১৪ M
১৫১ জিম্বাবুয়ে	০.৫৬৩	০.৪৩৫	২২.৮	৭	০.৯২৫	৪	০.৫২৫	১২৬	০.১৩৭	৩১.৮	৪২.৯	২০১৫ D
১৫২ পাকিস্তান	০.৫৬০	০.৩৮৬	৩১.১	-১	০.৭৪৭	৫	০.৫৪৭	১৩৬	০.১৯৮	৩৮.৩	৫১.৭	২০১৭/২০১৮ D
১৫৩ সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	০.৫৫৭	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
নিম্ন মানের উন্নয়ন												
১৫৪ সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্র	০.৫৪৯	..	..		০.৭৯৫	৫	০.৫৪৭	১৩৬	০.০২৯[f]	৭.৪[f]	৩৮.৯[f]	২০০৯ P
১৫৫ পাপুয়া নিউ গিনি	০.৫৪৩	..	..		..	..	০.৭৪০	১৬১	..	..	..	
১৫৬ কমোরোস	০.৫৩৮	০.২৯৪	৪৫.৩	-২২	০.৮৮৮	৫	..	..	০.১৮১	৩৭.৩	৪৮.৫	২০১২ D
১৫৭ রুয়ান্ডা	০.৫৩৬	০.৩৮২	২৮.৭	-১	০.৯৪৩	৩	০.৪১২	৯৫	০.২৫৯	৫৪.৪	৪৭.৫৪	২০১৪/২০১৫ D
১৫৮ নাইজেরিয়া	০.৫৩৪	০.৩৪৯	৩৪.৬	-৫	০.৮৬৮	৫	..	..	০.২৯১	৫১.৪	৫৬.৬	২০১৬/২০১৭ M
১৫৯ তাঞ্জানিয়া (ইউনাইটেড প্রজাতন্ত্রের)	০.৫২৮	০.৩৯৭	২৪.৯	৭	০.৯৩৬	৩	০.৫৩৯	১৩০	০.২৭৩	৫৫.৪	৪৯.৩	২০১৫/২০১৬ D
১৬০ উগান্ডা	০.৫২৮	০.৩৮৭	২৬.৭	৪	০.৮৬৩	৫	০.৫৩১	১২৭	০.২৬৯	৫৫.১	৪৮.৮	২০১৬ D
১৬১ মৌরিতানিয়া	০.৫২৭	০.৩৫৮	৩২.১	১	০.৮৫৩	৫	০.৬২০	১৫০	০.২৬১	৫০.৬	৫১.৫	২০১৫ M
১৬২ মাদাগাস্কার	০.৫২১	০.৩৮৬	২৫.৮	৬	০.৯৪৬	৩	..	..	০.৪৫৩	৭৭.৮	৫৮.২	২০০৮/২০০৯ D
১৬৩ বেনিন	০.৫২০	০.৩২৭	৩৭.১	-৬	০.৮৮৩	৫	০.৬১৩	১৪৮	০.৩৬৮	৬৬.৮	৫৫.০	২০১৭/২০১৮ D
১৬৪ লেসোথো	০.৫১৮	০.৩৫০	৩২.৫	৩	১.০২৬	২	০.৫৪৬	১৩৫	০.১৪৬	৩৩.৬	৪৩.৪	২০১৪ D
১৬৫ কোট ডি আইভায়ার	০.৫১৬	০.৩৩১	৩৫.৮	-৩	০.৭৯৬	৫	০.৬৫৭	১৫৭	০.২৩৬	৪৬.১	৫১.২	২০১৬ M
১৬৬ সেনেগাল	০.৫১৪	০.৩৪৭	৩২.৫	২	০.৮৭৩	৫	০.৫২৩	১২৫	০.২৮৮	৫৩.২	৫৪.২	২০১৭ D
১৬৭ টোগো	০.৫১৩	০.৩৫০	৩১.৭	৬	০.৮১৮	৫	০.৫৬৬	১৪০	০.২৪৯	৪৮.২	৫১.৬	২০১৩/২০১৪ D
১৬৮ সুদান	০.৫০৭	০.৩৩২	৩৪.৬	১	০.৮৩৭	৫	০.৫৬০	১৩৯	০.২৭৯	৫২.৩	৫৩.৪	২০১৪ D
১৬৯ হাইতি	০.৫০৩	০.২৯৯	৪০.৫	-৭	০.৮৯০	৫	০.৬২০	১৫০	০.২০০	৪১.৩	৪৮.৪	২০১৬/২০১৭ D
১৭০ আফগানিস্তান	০.৪৯৬	..	..		০.৭২৩	৫	০.৫৭৫	১৪৩	০.২৭২[i]	৫৫.৯[i]	৪৮.৬[i]	২০১৫/২০১৬ D
১৭১ জিবুতি	০.৪৯৫	..	..		..	..	..	..	..	..	..	
১৭২ মালাউই	০.৪৮৫	০.৩৪৬	২৮.৭	৫	০.৯৩০	৩	০.৬১৫	১৪৯	০.২৪৩	৫২.৬	৪৬.২	২০১৫/২০১৬ D
১৭৩ ইথিওপিয়া	০.৪৭০	০.৩৩৭	২৮.৪	৫	০.৮৪৪	৫	০.৫০৮	১২৩	০.৪৮৯	৮৩.৫	৫৮.৫	২০১৬ D
১৭৪ গাম্বিয়া	০.৪৬৬	০.২৯৩	৩৭.২	-৮	০.৮৩২	৫	০.৬২০	১৫০	০.২৮৬	৫৫.২	৫১.৭	২০১৩ D
১৭৫ গিনি	০.৪৬৬	০.৩১০	৩৩.৪	-১	০.৮০৬	৫	..	..	০.৩৩৬	৬১.৯	৫৪.৩	২০১৬ M
১৭৬ লাইবেরিয়া	০.৪৬৫	০.৩১৪	৩২.৩	২	০.৮৯৯	৫	০.৬৫১	১৫৫	০.৩২০	৬২.৯	৫০.৮	২০১৩ D

এইচ ডি আই ক্রম	মানব উন্নয়ন সূচক	অসমতা-সমন্বয় এইচ ডি আই			জেন্ডার উন্নয়ন সূচক		জেন্ডার অসমতা সূচক		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক			
	মান	মান	সামগ্রিক ক্ষতি	এইচ ডি আই ক্রম থেকে পার্থক্য	মান	গোষ্ঠী	মান	ক্রম	মান	হেডকাউন্ট (%)	বঞ্চনার প্রবণতা	বছর এবং জরিপ
	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০০৭-২০১৮[e]	২০০৭-২০১৮[e]	২০০৭-২০১৮	২০০৭-২০১৮[e]
১৭৭ ইয়ামেন	০.৪৬৩	০.৩১৬	৩১.৮	৫	০.৪৫৮	৫	০.৮৩৪	১৬২	০.২৪১	৪৭.৭	৫০.৫	২০১৩ D
১৭৮ গিনি-বিসাউ	০.৪৬১	০.২৮৮	৩৭.৫	-৫	..	..	..	..	০.৩৭২	৬৭.৩	৫৫.৩	২০১৮ M
১৭৯ কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের)	০.৪৫৯	০.৩১৬	৩১.০	৭	০.৮৪৪	৫	০.৬৫৫	১৫৬	০.৩৮৯	৭৪.০	৫২.৫	২০১৩/২০১৪ D
১৮০ মোজাম্বিক	০.৪৪৬	০.৩০৯	৩০.৭	৪	০.৯০১	৪	০.৫৬৯	১৪২	০.৪১১	৭২.৫	৫৬.৭	২০১১ D
১৮১ সিয়েরা লিওন	০.৪৩৮	০.২৮২	৩৫.৭	-৩	০.৮৮২	৫	০.৬৪৪	১৫৩	০.২৯৭	৫৭.৯	৫১.২	২০১৭ M
১৮২ বুর্কিনা ফাসো	০.৪৩৪	০.৩০৩	৩০.১	৫	০.৮৭৫	৫	০.৬১২	১৪৭	০.৫১৯	৮৩.৮	৬১.৯	২০১০ D
১৮২ ইরিত্রিয়া	০.৪৩৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
১৮৪ মালি	০.৪২৭	০.২৯৪	৩১.২	৩	০.৮০৭	৫	০.৬৭৬	১৫৮	০.৪৫৭	৭৮.১	৫৮.৫	২০১৫ D
১৮৫ বুরুন্ডি	০.৪২৩	০.২৯৬	৩০.১	৫	১.০০৩	১	০.৫২০	১২৪	০.৪০৩	৭৪.৩	৫৪.৩	২০১৬/২০১৭ D
১৮৬ দক্ষিণ সুদান	০.৪১৩	০.২৬৪	৩৬.১	-১	০.৮৩৯	৫	..	..	০.৫৮°	৯১.৯	৬৩.২	২০১০ M
১৮৭ চাদ	০.৪০১	০.২৫০	৩৭.৭	-১	০.৭৭৪	৫	০.৭০১	১৬০	০.৫৩৩	৮৫.৭	৬২.৩	২০১৪/২০১৫ D
১৮৮ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	০.৩৮১	০.২২২	৪১.৬	-১	০.৭৯৫	৫	০.৬৮২	১৫৯	০.৪৬৫[f]	৭৯.৪[f]	৫৮.৬[f]	২০১০ M
১৮৯ নাইজার	০.৩৭৭	০.২৭২	২৭.৯	৩	০.২৯৮	৫	০.৬৪৭	১৫৪	০.৫৯০	৯০.৫	৬৫.২	২০১২ D
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES												
.. কোরিয়া	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
.. মোনাকো	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
.. নাউরু	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
.. সান মারিনো	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
.. সোমালিয়া	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
.. তুভালু	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Human development groups												
Very high human development	0.892	0.796	10.7	—	0.979	—	0.175	—	..	..	..	—
High human development	0.750	0.615	17.9	—	0.960	—	0.331	—	0.018	4.5	40.9	—
Medium human development	0.634	0.470	25.9	—	0.845	—	0.501	—	0.135	29.4	45.9	—
Low human development	0.507	0.349	31.1	—	0.858	—	0.590	—	0.344	62.3	55.2	—
Developing countries	0.686	0.533	22.3	—	0.918	—	0.466	—	0.114	23.1	49.4	—
Regions												
Arab States	0.703	0.531	24.5	—	0.856	—	0.531	—	0.076	15.7	48.4	—
East Asia and the Pacific	0.741	0.618	16.6	—	0.962	—	0.310	—	0.024	5.6	42.3	—
Europe and Central Asia	0.779	0.688	11.7	—	0.953	—	0.276	—	0.004	1.1	37.9	—
Latin America and the Caribbean	0.759	0.589	22.3	—	0.978	—	0.383	—	0.033	7.5	43.1	—
South Asia	0.642	0.476	25.9	—	0.828	—	0.510	—	0.142	31.0	45.6	—
Sub-Saharan Africa	0.541	0.376	30.5	—	0.891	—	0.573	—	0.315	57.5	54.9	—
Least developed countries	0.528	0.377	28.6	—	0.869	—	0.561	—	0.315	59.0	53.4	—
Small island developing states	0.723	0.549	24.0	—	0.967	—	0.453	—	..	..	..	—
Organisation for Economic Co-operation and Development	0.895	0.791	11.7	—	0.976	—	0.182	—	..	..	..	—
World	0.731	0.584	20.2	—	0.941	—	0.439	—	0.114	23.1	49.4	—

NOTES

a Not all indicators were available for all countries, so caution should be used in cross-country comparisons. Where an indicator is missing, weights of available indicators are adjusted to total 100 percent. See Technical note 5 at http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf for details.

b Based on countries for which the Inequality-adjusted Human Development Index is calculated.

c Countries are divided into five groups by absolute deviation from gender parity in HDI values.

d D indicates data from Demographic and Health Surveys, M from Multiple Indicator Cluster Surveys, P from Pan Arab Population and Family Health Survey and N from national surveys (see http://hdr.undp.org/en/faq-page/multidimensional-poverty-index-mpi for the list of national surveys).

e Data refer to the most recent year available during the period specified, as indicated in column 12.

f Considers child deaths that occurred at any time because the survey did not collect the date of child deaths.

g Missing indicator on child mortality.

h Multidimensional Poverty Index estimates are based on the 2016 National Health and Nutrition Survey. Estimates based on the 2015 Multiple Indicator Cluster Survey are 0.010 for Multidimensional Poverty Index value, 2.6 for multidimensional poverty headcount (%), 3,125,000 for multidimensional poverty headcount in year of survey, 3,200,000 for projected multidimensional poverty headcount in 2017, 40.2 for intensity of deprivation, 0.4 for population in severe multidimensional poverty, 6.1 for population vulnerable to multidimensional poverty, 39.9 for contribution of deprivation in health, 23.8 for contribution of deprivation in education and 36.3 for contribution of deprivation in standard of living.

i Missing indicator on nutrition.

j The methodology was adjusted to account for missing indicator on nutrition and incomplete indicator on child mortality (the survey did not collect the date of child deaths).

k Child mortality was constructed based on deaths that occurred between surveys—that is, between 2012 and 2014. Child deaths reported by an adult man in the household were taken into account because the date of death was reported.

l Missing indicator on housing.

m Based on data accessed on 7 June 2016.

n Missing indicator on cooking fuel.

o Missing indicator on electricity.

DEFINITIONS

Human Development Index (HDI): A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development—a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living. See Technical note 1 at http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf for details on how the HDI is calculated.

Inequality-adjusted HDI (IHDI): HDI value adjusted for inequalities in the three basic dimensions of human development. See Technical note 2 at http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf for details on how the IHDI is calculated.

Overall loss: Percentage difference between the IHDI value and the HDI value.

Difference from HDI rank: Difference in ranks on the IHDI and the HDI, calculated only for countries for which an IHDI value is calculated.

Gender Development Index: Ratio of female to male HDI values. See Technical note 3 at http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf for details on how the Gender Development Index is calculated.

Gender Development Index groups: Countries are divided into five groups by absolute deviation from gender parity in HDI values. Group 1 comprises countries with high equality in HDI achievements between women and men (absolute deviation of less than 2.5 percent), group 2 comprises countries with medium to high equality in HDI achievements between women and men (absolute deviation of 2.5–5 percent), group 3 comprises countries with medium equality in HDI achievements between women and men (absolute deviation of 5–7.5 percent), group 4 comprises countries with medium to low equality in HDI achievements between women and men (absolute deviation of 7.5–10 percent) and group 5 comprises countries with low equality in HDI achievements between women and men (absolute deviation from gender parity of more than 10 percent).

Gender Inequality Index: A composite measure reflecting inequality in achievement between women and men in three dimensions: reproductive health, empowerment and the labour market. See Technical note 4 at http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf for details on how the Gender Inequality Index is calculated.

Multidimensional Poverty Index: Percentage of the population that is multidimensionally poor adjusted by the intensity of the deprivations. See Technical note 5 at http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf for details on how the Multidimensional Poverty Index is calculated.

Multidimensional poverty headcount: Population with a deprivation score of at least 33 percent. It is expressed as a share of the population in the survey year, the number of people in the survey year and the projected number of people in 2017.

Intensity of deprivation of multidimensional poverty: Average deprivation score experienced by people in multidimensional poverty.

SOURCES

Column 1: HDRO calculations based on data from UNDESA (2019), UNESCO Institute for Statistics (2019), United Nations Statistics Division (2019), World Bank (2019), Barro and Lee (2018) and IMF (2019).

Column 2: Calculated as the geometric mean of the values in inequality-adjusted life expectancy index, inequality-adjusted education index and inequality-adjusted income index using the methodology in Technical note 2 (available at http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf)

Colu Calculated based on data in columns 1 and 2.

Column 4: Calculated based on data in column 2 and recalculated HDI ranks for countries for which the Inequality-adjusted HDI is calculated.

Column 5: HDRO calculations based on data from UNDESA (2019), UNESCO Institute for Statistics (2019), Barro and Lee (2018), World Bank (2019), ILO (2019) and IMF (2019).

Column 6: Calculated based on data in column 5.

Column 7: HDRO calculations based on data from UN Maternal Mortality Estimation Group (2017), UNDESA (2019), IPU (2019), UNESCO Institute for Statistics (2019), Barro and Lee (2018) and ILO (2019).

Column 8: Calculated based on data in column 7.

Columns 9 and 10: HDRO and OPHI calculations based on data on household deprivations in health, education and living standards from various household surveys listed in column 12 using a revised methodology described in Technical note 5 (available at http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf)

References

Atkinson, A. 2015. Inequality: What Can Be Done? Cambridge, MA: Harvard University Press.

Barro, R. J., and J.-W. Lee. 2018. Dataset of Educational Attainment, June 2018 Revision. www.barrolee.com. Accessed 15 June 2019.

Belluz, J. 2015. "Nobel Winner Angus Deaton Talks about the Surprising Study on White Mortality He Just Co-Authored." Vox, 7 November.

Blanchet, T., L. Chancel and A. Gethin. 2019. "How Unequal Is Europe? Evidence from Distributional National Accounts, 1980-2017." WID.world Working Paper 2019/06. World Inequality Database.

Chetty, R., M. Stepner, S. Abraham, S. Lin, B. Scuderi, N. Turner, A. Bergeron and D. Cutler. 2016. "The Association between Incomeand Life Expectancy in the United States, 2001-2014." Journal of the American Medical Association 315(16): 1750–1766.

Corak, M. 2013. "Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility." Journal of Economic Perspectives27(3): 79–102.

Cumming, G.S., and S. von Cramon-Taubadel. 2018. "Linking Economic Growth Pathways and Environmental Sustainability by Understanding Development as Alternate Social–Ecological Regimes." Proceedings of the National Academy of Sciences 115(38): 9533–9538.

Cutler, D.M., and A. Lleras-Muney. 2010. "Understanding Differences in Health Behaviors by Education." Journal of Health Economics 29(1): 1–28.

Deaton, A. 2013. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Deaton, A. 2017. "Without Governments, Would Countries Have More Inequality, or Less?" The Economist , 13 July. www.economist.com/the-world-if/2017/07/13/without-governments-would-countries-have-more-inequality-or-less. Accessed [date].

GDIM. 2018. Global Database on Intergenerational Mobility. World Bank, Development Research Group, Washington,DC.

ILO (International Labour Organization). 2019. ILOSTAT database. www.ilo.org/ilostat. Accessed 17 June 2019.

IMF (International Monetary Fund). 2017. "Tackling Inequality." Fiscal Monitor, October. Washington, DC.

———. 2019. World Economic Outlook database. Washington, DC. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx. Accessed 15 July 2019.

IPU (Inter-Parliamentary Union). 2019. Women in national parliaments. www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm. Accessed 11 April 2019.

Joyce, R., and X. Xu. 2019. "Inequalities in the Twentieth-First Century." Introducing the IFS Deaton Review. Institute for Fiscal Studies, London.

Kreiner, C.T., T.H. Nielsen and B.L. Serena. 2018. "Role of Income Mobility for the Measurement of Inequality in life Expectancy." Proceedings of the National Academy of Sciences 115(46): 11754–11759.

Lusseau, D. and F. Mancini. 2019. "Income-Based Variation in Sustainable Development Goal Interaction Networks." Nature Sustainability 2: 242–247.

Mackenbach, J.P. J.R. Valverde, B. Artnik, M. Bopp, H. Brønnum-Hansen, P. Deboosere, R. Kalediene, K. Kovács, M. Leinsalu, P. Martikainen, G. Menvielle, E. Regidor, J. Rychtarˇíková, M. Rodriguez-Sanz, P. Vineis, C. White, B. Wojtyniak, Y. Hu and W.J. Nusselder. 2018. "Trends in Health Inequalities in 27 European Countries." Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (25): 6440–6445.

Martínez, J., and D. Sánchez-Ancochea. 2016. "Achieving Universalism in Developing Countries." Background paper for Human Development Report 2016. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Reinhart, R.J. 2018. "AI Seen as Greater Job Threat Than Immigration, Offshoring." Gallup, 9 March. https://news.gallup.com/poll/228923/seen-greater-job-threat-immigration-offshoring.aspx. Accessed 18 October 2019.

Saad, L. 2019. "Americans as Concerned as Ever About Global Warming." Gallup, 25 March. https://news.gallup.com/poll/248027/americans-concerned-ever-global-warming.aspx. Accessed 18 October 2019.

Sen, A. 1980. "Equality of What?" In S. McMurrin, ed., Tanner Lectures on Human Values, Vol. I. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Stiglitz, J., A. Sen and J.-P. Fitoussi. 2009. "The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited: Reflections and Overview." Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Paris.

UN (United Nations). 2019. Global Sustainable Development Report: The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development. New York: United Nations.

UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 2019. World Population Prospects: The 2019 Revision New York. https://population.un.org/wpp/. Accessed 19 June 2019.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Institute for Statistics. 2019. Data Centre. http://data.uis.unesco.org. Accessed 11 April 2019.

UNDP (United Nations Development Programme) and OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative). 2019. Global Multidimensional Poverty Index 2019: Illuminating Inequalities. New York.

United Nations Statistics Division. 2019. National Accounts Main Aggregates Database. http://unstats.un.org/unsd/snaama. Accessed 15 July 2019.

UN Maternal Mortality Estimation Group (World Health Organization, United Nations Children's Fund, United Nations Population Fund and World Bank). 2017. Maternal mortality data. http://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/. Accessed 15 July 2019.

World Bank. 2017. World Development Report 2017: Governance and the Law. Washington, DC.

———. 2019. World Development Indicators database. Washington, DC. http://data.worldbank.org. Accessed 15 July 2019.

Notes

Notes

Notes

Notes

United Nations Development Programme
One United Nations Plaza
New York, NY 10017

www.undp.org

প্রতিটি দেশেই বিপুলসংখ্যক মানুষের সুন্দর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। এসব জনগোষ্ঠী নৈরাশ্য নিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য ও মর্যাদা রহিত হয়ে, সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের চোখের সামনেই তারা দেখতে পায়, কেমন করে অন্যরা আরও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে বহু মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমাকে জয় করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, তার চেয়েও সুযোগ ও সম্পদের অভাবে বিপুলসংখ্যক মানুষের তাদের জীবনের ওপর নিজেদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বহু ক্ষেত্রেই অতি মাত্রায় নারী-পুরুষ ভেদাভেদ, জাতিসত্তা ও মা-বাবার সম্পদ সমাজে একজন মানুষের অবস্থান নির্ণয় করে।

অসমতার চিহ্ন সমাজের চারদিকেই, অসমতা সব সময় একটি অন্যায্য পৃথিবীর প্রতিফলন নয়, কিন্তু যখন তার সঙ্গে প্রয়াস, মেধা কিংবা উদ্যোগের ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কারকে সম্পৃক্ত করা যায় না, তখনই তা মানুষের ন্যায্যতা বোধকে ক্ষুব্ধ করে এবং মানুষের মর্যাদার অনুভূতিকে আঘাত করে। দ্রুত ও সুদূরপ্রসারী প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও জলবায়ু সংকটের ছায়ার, এ-জাতীয় মানব উন্নয়ন অসমতা সমাজকে আঘাত করে, সমাজবন্ধনকে দুর্বল করে, মানুষ তখন সরকার, প্রতিষ্ঠান ও পরস্পরের ওপর আস্থা হারায়। বেশির ভাগ অসমতাই অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে– কর্মে ও জীবনে মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনাকে অযথাভাবে পূর্ণ বিকশিত হতে দেয় না। প্রায়শ বিভিন্ন অসমতার কারণে মানুষের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন এবং আমাদের পৃথিবীর সুরক্ষা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ, অসমতার কারণে যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সামনে এগিয়ে গেছে, তারা মূলত তাদের বর্তমান স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে তাদের শক্তি ও প্রভাব ব্যবহার করে। চরম আস্থায় সাধারণ মানুষ রাস্তায় আন্দোলনে নেমে পড়ে।

২০৩০ এর বজায়ক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের পথে এসব অসমতা একটি প্রতিবন্ধক, এ-জাতীয় অসমতা শুধু আয় ও সম্পদের বৈষম্য-উদ্ভূত নয়। তাই একমাত্রিক একটি সংশ্লেষিত পরিমাপ দিয়ে বহুমাত্রিক ও অসমতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে না। এবং দ্বাবিংশ শতাব্দীতে যারা প্রত্যক্ষ করবে, তাদের ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনার রূপরেখা এসব অসমতাই নির্ধারণ করবে। তাই গড় পেরিয়ে, আয় ছাড়িয়ে এবং বর্তমানের ওপারে গিয়ে বর্তমান প্রতিবেদন মানব উন্নয়ন অসমতাকে অনুসন্ধান করেছে। অনিষ্টকর অসমতাসমূহকে সমাজ ও অর্থনীতির বিস্তৃত সমস্যার উপসর্গ হিসেবেই ভাবা হয়– এটা স্বীকার করেই বর্তমান প্রতিবেদন প্রশ্ন তুলেছে, কী জাতীয় অসমতা মানব উন্নয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং তাদের চালিকা শক্তিই-বা কী, সেই সঙ্গে এসব চালিকা শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, যা বিভিন্ন জাতিকে একই সঙ্গে তাদের অর্থনীতিকে প্রসারিত করতে, তাদের মানব উন্নয়নকে উন্নীত করতে এবং অসমতাকে হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে।

মানব উন্নয়নের অসমতা এবং তার পরিবর্তন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া দুষ্কর। এর আংশিক কারণ হচ্ছে, তারা জীবনের মতোই ব্যাপ্ত ও বহুমাত্রিক। সেই সঙ্গে অংশত এর অন্য কারণ হচ্ছে, অসমতা মূল্যায়নে আমরা যেসব পরিমাপ ও উপাত্তের ওপর নির্ভর করি, তাদের অপর্যাপ্ততা। প্রতিটি দেশেই পরিমাপ সীমা বদলাচ্ছে। ভবিষ্যতে যেসব মানব উন্নয়ন ক্ষেত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে, সেসব ক্ষেত্রেই মানব উন্নয়ন অসমতা বেশি কিংবা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি কিংবা মৌলিক শিক্ষার মতো কোনো কোনো অগ্রগতি লক্ষণীয়। কিন্তু একই সঙ্গে অগ্রগতির শীর্ষবিষয়াবলীতে অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানব উন্নয়ন কাঠামো অসমতা বিষয়ে একটি নতুন পথনির্দেশের সূচনা করেছে। অসমতা কেন গুরুত্বপূর্ণ, কী করে তারা আত্মপ্রকাশ করে, তাদের প্রতিকারে কী করা যেতে পারে, সেসব প্রশ্ন বাস্তব কার্যক্রম নির্ধারণে সহায়তা করে। বর্তমান প্রতিবেদন স্থিত নীতিকৌশলসমূহের বিনির্মাণের পরামর্শ দেয়। যেমন শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি হারের ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা, এসব লক্ষ্যের বহু বিষয়ই ২০৩০ সালের বজায়ক্ষম উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, বহু অসমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ক্ষমতার যে অপ্রতিসাম্য রয়েছে, তার প্রতিকার করা যেমন, anti-trust আইনের মতো আইন প্রয়োগ করে অর্থনীতির কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক করে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসমতার প্রতিকার করতে হলে একটি জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে যেসব সামাজিক রীতিনীতি সুগঠিত রয়েছে, তার প্রতিকার করতে হবে। বহু নীতিকৌশল আছে, যা একই সঙ্গে সাম্য ও দক্ষতাকে উন্নীত করতে পারে। কেন এ-জাতীয় কৌশল প্রায়শই গৃহীত হয় না, তার মূল কারণ হতে পারে, যারা কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তারা এ-জাতীয় পরিবর্তন থেকে কোনো সুফল পাবে না বলে।

একবিংশ শতাব্দীতে মানব উন্নয়নের অসমতা আমাদের হাতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা প্রসন্নচিত্ত হয়ে বসে থাকতে পারি না। জলবায়ু সংকট প্রমাণ করেছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তার মূল্য ক্রমবর্ধমান। কারণ, নিষ্ক্রিয়তার ফলে অসমতা বেড়ে গেলে করণীয় কর্মকাণ্ড দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই শ্রমবাজার ও জীবনকে পরিবর্তিত করছে, কিন্তু এ পরিবর্তন সে পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যেখানে যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্থান দখল করে নেবে। কিন্তু আমরা একটি অতটের দিকে এগোচ্ছি, যা থেকে পুনরুদ্ধার কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। আমাদের একটি পছন্দের সুযোগ আছে এবং সঠিক সিদ্ধান্তটি এখনই নিতে হবে।